তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

আলোর মিছিল

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ
মাওলানা আসাদুজ্জামান
ইমাম ও খতীব: তাসনিমবাগ জামে মসজিদ
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা নাসীম আরাফাত
শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা-১২১৯।

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আলোর মিছিল

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ : মাওলানা আসাদুজ্জামান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ রমযান ১৪২৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ জুমাদাল উলা ১৪২৪ হিজরী
জুলাই ২০০৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-20-7

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Alor Michil Vol-2
By: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha (Rh.)
Translated by: Maulana Asaduzzaman
Price Tk. 60.00 U.S. $ 3.00 Only

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা এবং স্নেহময়ী মাকে
এবং সকল শুভানুধ্যায়ীর জন্য।

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত
তাবেঈদেরকে এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের
ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে
মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এই দল' (তাবেঈগণ) অথবা
'ঐ দল' [সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)] -এর যে কোন
একজনের পাশে একটু খানি স্থান দিয়ো।
তুমি তো জানো! আমি শুধু তোমারই জন্য
তাদেরকে ভালোবাসি! ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ اَمَّابَعْدُ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের খালিক ও মালিক। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর নক্ষত্রতুল্য সাহাবা কেরামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং সকল মুসলমানের উপর।

মানুষের জন্ম একটি চিরন্তন সত্য। মৃত্যুও তেমনি একটি সত্য। আবহমান কাল থেকেই মানুষ তা দেখে আসছে এবং মানতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তারপরও অনেকেই আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন। তার একমাত্র কারণ তাদের উন্নতি চরিত্র ও সৃজনশীল কর্ম। পরবর্তী বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া তাদের অসামান্য কর্ম ও আদর্শই তাদেরকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

রচনা ও অনুবাদ একটি সৃজনশীল কাজ বটে। কিন্তু তার যোগ্যতা আমার মোটেও নেই। যার বাস্তব নমুনা আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অনুবাদ বা তরজমা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। একটি বিষয়ের অনুবাদ করতে গেলে যেমন লক্ষ্য রাখতে হয় শব্দের প্রতি। তেমনি লক্ষ্য রাখতে হয় লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি। দুটি বিষয়ের প্রতি সমান লক্ষ্য রেখেই সামনে অগ্রসর হতে হয়।

এই বইটির আত্মপ্রকাশ যেমনি আমার জন্য গর্বের, তেমনি ভীতিরও। গর্বের ব্যাপার এজন্য যে, এটাই আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ যা প্রকাশিত হলো। আর ভীতির কারণ এজন্য যে, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এ কাজ করাটা অনধিকার চর্চারই নামান্তর। তাই পাঠকবৃন্দের কাছে আবেদন যে, তারা আমার এই অনধিকার চর্চাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই মূল্যায়ন করবেন।

ইতিপূর্বে এই সিরিজের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটি দ্বিতীয় খণ্ড। এতে ছয়জন মহান তাবেঈর জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত

আলোচিত হয়েছে। যাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা আমরা যেন তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দিশায় দিশা লাভ করতে পারি।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ তাদের মাঝে অন্যতম হলেন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের স্বনামধন্য উস্তায মাওলানা নাসীম আরাফাত (দাঃ বাঃ)। তিনি তাঁর মূল্যবান সময়কে এই অধমের সামান্য কাজের জন্য কুরবানী করেছেন। এবং সম্পাদনা করার সময় বইটিকে যতটা সম্ভব গোছালো ও মার্জিত ভাষায় উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। দুআ করি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উভয় জাহানের কামিয়াব করেন। শোকরিয়া জানাই জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খানকে যিনি সম্মত হয়েছেন বইটি প্রকাশ করতে এবং সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা এবং স্নেহময়ী আম্মা ও ঐ সকল বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের যারা বিভিন্নভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এই কাজের জন্য।

আল্লাহ তায়ালা সবার মঙ্গল করুন। আমীন।

বিনীত

আসাদুজ্জামান

মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

১৯/৪/২৪ হিজরী

২১/৬/০৩ ইং

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবাহ্' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য এর আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুণ কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

পরবর্তীতে মাওলানা মাসউদুর রহমান ছাহেব (আলোর মিছিলের প্রথম খণ্ডের অনুবাদক) একই লেখকের এ ধরণেরই অন্য আরেকটি কিতাব "সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্তাবেঈন" আমাকে দেখান। আমি দুদিন পর্যন্ত কিতাবটি দেখলাম। কিতাবটি আমাকে তার ভক্ত বানিয়ে ফেললো। মাসউদ ভাইকেই অনুবাদের দায়িত্ব দিলাম। তিনি সুন্দরভাবে ১ম খণ্ডটি অনুবাদ করে দিলেন এবং অবশিষ্ট খণ্ডগুলো অচিরেই অনুবাদ করবেন বলে জানালেন।

কিন্তু তিনি চাকুরীতে সৌদী আরব চলে যাওয়ায় আজ প্রায় চার বৎসর পেরিয়ে গেলেও তিনি তা করেননি। এদিকে আগ্রহী পাঠকদের ফোন ও চিঠি অব্যাহতভাবে আসতে থাকে, যাতে অন্যান্য খণ্ডসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের জোর আবেদন করা হয়। ফলে আমিও যোগ্য অনুবাদক খুঁজতে থাকি। ইত্যবসরে জামিয়া শারইয়্যাহর স্বনামধন্য উস্তায মাওলানা নাসীম আরাফাত

ছাহেব বলেন, আমার এক ছাত্র মাওলানা আসাদুজ্জামান ২য় খণ্ডটি অনুবাদ করেছে। আপনি এটি প্রকাশ করলে ভাল হবে। আমি শর্তারোপ করলাম আপনি সম্পাদনা করে দিন, প্রকাশ করবো। তিনি সম্মত হন। এই সম্মতির ফসলই হলো আলোর মিছিলের ২য় খণ্ড।

আলহামদুলিল্লাহ! অনুবাদক একেবারে নবীন হলেও যেহেতু নাসীম আরাফাত ছাহেবের ছাত্র, তাই তার প্রথম অনুবাদেই তার উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাছাড়া নাসীম আরাফাত ছাহেবের সম্পাদনার পর এতে দুর্বলতার তেমন কোন ছাপ নেই। আমরা আশা করি এ খণ্ডটিও পাঠক সমাজের ভাল লাগবে। আরেকটি শুভ সংবাদ হলো আলোর মিছিলের তৃতীয় খণ্ডটির অনুবাদ জনাব নাসীম আরাফাত নিজেই করে দিয়েছেন যা বর্তমানে যন্ত্রস্থ আছে। খুব তাড়াতাড়িই আমরা ইনশাআল্লাহ এ খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদও আলহামদুলিল্লাহ জনাব নাসীম আরাফাত ছাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমরা আশা করছি অতি অল্প দিনেই বাকী খণ্ডগুলো পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।

মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে দুটি কথা

মূল গ্রন্থকার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহঃ)। মূল গ্রন্থের নাম 'সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল একান্ত সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার

দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রুহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাস রি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'-এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানদীপ্ত এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম' ছিলেন তাঁরই হাতে গড়া সাহাবী জামা'আত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামাআতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের

তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' -এর সরাসির শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হতে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমাণী গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকীর, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভিকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন–

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ..."

আমার ধারণা বর্তমান লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ্ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

আজিমপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)

হাসান বসরীর মত মহান ব্যক্তি থাকা
সত্ত্বেও কিভাবে কোন জাতি
পথভ্রষ্ট হতে পারে!
- মাস্‌লামা ইবনে আবদুল মালিক

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর নিকট সুসংবাদদাতা এসে বলল ঃ তাঁর বাঁদী 'খায়রা' এক নবজাত শিশু জন্ম দিয়েছে।

আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরে গেল, উল্লাসের দীপ্তি তাঁর উজ্জ্বল চেহারায় ফুটে উঠল।

তড়িঘড়ি করে তিনি একজনকে পাঠালেন যেন নবজাতক ও তার মাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং তাঁর বাড়িতে প্রসূতিকাল অতিবাহিত করে।

কারণ খায়রা, উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও স্নেহভাজন ছিলেন।

তাই তার নবজাত শিশুকে দেখার জন্য তাঁর হৃদয়ে আছে ব্যাকুলতা ও অতিশয় আগ্রহ।

* * *

অল্পক্ষণ পরই খায়রা তার সন্তানকে দু'হাতে নিয়ে হাজির হল।

উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর দৃষ্টি নবজাত শিশুর উপর পড়তেই ভালবাসা এবং আদরে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কেননা নবজাত শিশুটি সুন্দর ফুটফুটে, সুশ্রী ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিল। যে দর্শকের চক্ষুকে শীতল করে এবং দ্রষ্টার হৃদয়কে বিমোহিত করে। অতঃপর তিনি তাঁর বাঁদীর দিকে চেয়ে বললেন ঃ খায়রা! তুমি কি তোমার সন্তানের কোন নাম রেখেছো?

খায়রা বলল ঃ না, আম্মা। এখনো নাম রাখিনি। এ বিষয়টি আমি আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। আপনি ইচ্ছেনুযায়ী তার নাম রাখবেন।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি তার নাম রাখলাম "হাসান"।

এরপর দু'হাত তুলে তার জন্য দুআ করলেন।

* * *

হাসানকে পাওয়ার এ আনন্দ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর গৃহ পর্যন্তই থেমে রইল না। বরং এই আনন্দে মদীনার আরেকটি পরিবার ও অংশীদার হল। তারা হলেন কাতেবে ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) এর পরিবার। কারণ নবজাতকের পিতা 'য়াসার' ছিলেন তার কৃতদাস। তিনি তার মনিবের নিকট ছিলেন সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র।

* * *

হাসান ইবনে য়াসার (যিনি পরবর্তীতে হাসান বসরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর কোলে প্রতিপালিত হতে লাগলেন।

উম্মে সালামা (রাযিঃ) তৎকালীন আরব নারীদের মাঝে বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়া, শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্যা, প্রতিজ্ঞায় ছিলেন অবিচল। তেমনি উম্মুল মু'মিনীনদের মাঝে জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন বিস্তৃত। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনশত সাতাশিটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে তিনি হাতে গোনা সেসব নারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাঁরা ইসলাম পূর্বযুগে লিখতে ও পড়তে জানতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর সাথে এ নবজাতকের সম্পর্ক এতটুকুতেই থেমে যায়নি, বরং তা আরো অনেক দূর গড়িয়েছে। অনেক সময় হাসানের মা 'খায়রা' উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) এর বিভিন্ন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতেন। তখন দুগ্ধপোষ্য শিশুটি ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদতে শুরু করে দিত। তার কান্না তীব্র থেকে তীব্রতর হতো। উম্মে সালামা তাকে শান্ত করার জন্য এবং তার মায়ের অনুপস্থিতিকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য তাকে কোলে নিতেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) নবজাত শিশুর প্রতি তীব্র ভালবাসার কারণে তাঁর স্তন্য তার মুখে তুলে দিয়ে তাকে দুগ্ধ দান করতেন। আর নবজাত শিশু তা পান করে নিরব হয়ে থাকত। এভাবে উম্মে সালামা (রাযিঃ) দু'দিক থেকে হাসানের মা হয়ে গেলেন

উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার কারণে। আর তাঁর দুগ্ধদাত্রি হওয়ার কারণে।

* * *

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মাঝে পারস্পরিক সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং তাদের বাড়িগুলোর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সৌভাগ্যবান এই বালকটির জন্য সুযোগ হল বাড়িগুলোর আনাচে কানাচে চলাফেরার।

তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতায় চরিত্রবান হওয়ার।

তাদের দিশায় দিশা লাভ করার।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি তার স্বাভাবিক চলাফেরায় এই ঘরগুলোকে প্রাণচঞ্চল করে রাখতেন।

প্রাণবন্ত খেলাধুলায় ঘরগুলোকে মাতিয়ে রাখতেন।

তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ঘরগুলোর ছাঁদে চড়তেন এবং সেখানে হৈ চৈ করতেন।

* * *

এভাবেই হাসান আলোকিত চমৎকার নববী পরিবেশের এই সুবাসিত আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন।

এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের গৃহে সমবেত হওয়া জ্ঞানের অমিয় সুধা পান করতে লাগলেন।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানকারী মহান সাহাবীদের।

তিনি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ), হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

কিন্তু আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ) এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যাধিক।

ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা, ইবাদতে তাঁর একাগ্রতা এবং পার্থিব সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তাঁর অনাগ্রহ হযরত আলী (রাযিঃ)কে বিমুগ্ধ করেছিল।

তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল–

তাঁর চমকপ্রদ বর্ণনা

তাঁর সুন্দর কৌশল জ্ঞান

তাঁর সামগ্রিক কথাবার্তা

এবং তাঁর উপদেশবাণী, যা হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিত।

ফলে তিনি তাকওয়া ও ইবাদতে তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হতে লাগলেন।

বর্ণনা ও বিশুদ্ধভাষী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পথ অবলম্বন করতে লাগলেন।

হযরত হাসান তাঁর জীবনের চৌদ্দটি বসন্ত অতিক্রম করে পূর্ণপৌরুষে পৌঁছলে তাঁর পিতা মাতার সাথে বসরা শহরে চলে এলেন এবং পরিবারের সাথে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। এ কারণেই হযরত হাসানকে বলা হয় হাসান বসরী।

মানুষের মাঝে তিনি হাসান বসরী নামেই খ্যাত।

মহান সাহাবীদের ও তাবেঈদের আগমনে তখন বসরার বিস্তৃত মসজিদেও মানুষের ঢেউ খেলত

বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানের সমাবেশে মসজিদের প্রাঙ্গণ এবং নামাযের স্থানগুলো থাকত লোকে পরিপূর্ণ।

হযরত হাসান মসজিদকেই একমাত্র স্থান হিসেবে বেছে নিলেন এবং রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর দরসে নিয়মিত বসতেন

তাঁর থেকে তাফসীর, হাদীস এবং ক্বেরআত সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যান্যদের থেকে ফিক্‌হ, সাহিত্য এবং ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করতেন।

ফলে ক্রমেই তিনি একজন নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ ফকীহ ও আলিম হয়ে গেলেন।

এরপর লোকেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল তাঁর অগাধ জ্ঞান থেকে আহরণের জন্য

সমবেত হতে লাগল তাঁর উপদেশবাণী শোনার জন্য যা পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে

জমাট অশ্রুকেও প্রবাহিত করে

চিন্তা ভাবনা করতে লাগল তাঁর কৌশল জ্ঞান নিয়ে যা চিন্তার জগতে যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করে

চরিত্রবান হতে লাগল তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে যা মিশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিময়।

* * *

বিভিন্ন শহরে হাসান বসরী (রহঃ) এর কথা ছড়িয়ে পড়ল, মানুষের মাঝে তার আলোচনার প্রসার ঘটতে লাগল।

খলীফা ও আমীর উমারাগণ তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং তাঁর ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

খালেদ ইবনে ছফওয়ান বর্ণনা করেন ঃ আমি হিরাহ নগরীতে মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাত করার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ "হে খালিদ! আমাকে হাসান বসরী (রহঃ) সম্পর্কে অবহিত কর। আমি মনে করি তাঁর সম্পর্কে তুমি যা জান, তুমি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না।"

খালেদ্ বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমীরকে শুধরে দিন। তাঁর সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করার জন্য আমিই উত্তম। কারণ ঃ

আমি তাঁর প্রতিবেশী

আলোচনার বৈঠকে তাঁর সাথী

এবং তাঁর সম্পর্কে বসবার অধিবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসলামা বললেন ঃ তুমি তাঁর সম্পর্কে যা জান তা বল।

খালেদ বললেন ঃ তিনি একজন মানুষ যার ভিতর ও বাহির সমান।

তার কথা ও কাজ সমান।

তিনি যখন কোন বিষয় করার আদেশ করেন, তখন তিনিই হন তার অধিক আমলকারী।

তিনি যখন কোন কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তিনিই হন তা বর্জনের ব্যাপারে অধিক যত্নবান।

আমি তাঁকে লোকজন থেকে অমুখাপেক্ষী ও সম্পদের ব্যাপারে উদাসীন দেখেছি।

লোকদেরকে তাঁর প্রতি আগ্রহী ও তাঁর সম্পদের ব্যাপারে প্রত্যাশী দেখেছি।

এরপর মাসলামা বললেন ঃ হে খালেদ! এটুকুই যথেষ্ট হয়েছে ...

হাসান বসরীর মত মহান ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে কোন জাতি পথভ্রষ্ট হতে পারে?

* * *

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছাকাফী যখন ইরাকের ক্ষমতাভার গ্রহণ করল এবং সীমালংঘন ও স্বৈরাচারী কাজ শুরু করল।

তখন হাসান বসরী (রহঃ) সেই সব অল্প সংখ্যক লোকদের একজন ছিলেন যাঁরা তার সীমালংঘনের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন, বলিষ্ঠভাবে মানুষের মাঝে তার অপকর্মের ঘোষণা করেছিলেন এবং সত্যের বাণীকে তার মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একটি প্রাসাদ নির্মাণের পর লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা করল তারা যেন তার প্রাসাদের দীর্ঘস্থায়িত্বের এবং বরকতের দুআ করে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) লোকদের এই সমবেত হওয়ার সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন, তাদের উপদেশ দেয়ার জন্য, তাদেরকে বোঝানোর জন্য এবং পার্থিব সম্পদের ব্যাপারে তাদের উদাসীন করার জন্য ও পরলৌকিক সম্পদের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ জন্মানোর জন্য।

যখন তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলেন, সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, লোকজন হাজ্জাজের আকাশচুম্বী প্রাসাদকে প্রদক্ষিণ করছে।

প্রাসাদের সৌন্দর্য উপভোগ করছে ...

প্রাসাদের চাকচিক্যের পূর্ণতা দেখে থমকে যাচ্ছে।

তখন তিনি তাদের মাঝে বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন, যার সারাংশ হল ঃ

"যদি আমরা সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তির তৈরী করা প্রাসাদের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই, ফেরআউন এর চেয়ে কঠিন মজবুত এবং আকাশচুম্বী উচু প্রাসাদ তৈরী করেছিল।

অত:পর আল্লাহ তায়ালা ফেরআউনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তার আকাশছোঁয়া প্রাসাদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন।

হাজ্জাজ যদি বুঝতে পারত যে, আকাশের অধিবাসীরা তাকে অপছন্দ করছে এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা তার থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে।"

তিনি এভাবে জোড়ালো বক্তব্য রাখার এক পর্যায়ে হাজ্জাজের বিরোধীদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ যথেষ্ট হয়েছে আবু সাঈদ যথেষ্ট হয়েছে।

অতঃপর হাসান বসরী (রহঃ) তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, যেন তারা লোকদের নিকট বর্ণনা করে এবং কোন বিষয় গোপন না করে।

পরদিন যখন হাজ্জাজ তার সভাকক্ষে প্রবেশ করল তখন সে রাগে ফেটে পড়ছিল

সে তার সভাসদদের বলল ঃ তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা দূর হও...

বসরার এক কৃতদাস উঠে দাঁড়িয়ে তোমাদের সামনে যা ইচ্ছে তাই বলল, আর তোমাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না যে তাকে প্রতিহত করবে অথবা তার কথায় অস্বীকৃতি জানাবে!!

আল্লাহর কসম করে বলছি, হে কাপুরুষের দল! অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তার রক্ত পান করাব

অতঃপর সে তরবারী ও নাতা'[১] আনার আদেশ করল।

হাজ্জাজের আদেশমত তা উপস্থিত করা হল।

এরপর জল্লাদকে ডেকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হল।

অতঃপর হাজ্জাজ হাসানকে ধরে আনার জন্য তার কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালো।

তাদেরকে এ মর্মে আদেশ করল যেন এক্ষুণি তাকে ধরে তার কাছে নিয়ে আসে।

অল্পক্ষণ পরেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হাজ্জাজের দরবার কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

হযরত হাসান বসরীর উপস্থিতির পর হাজ্জাজের সভাসদদের দৃষ্টি তাঁর উপর নিপতিত হল।

সকলের হৃদয়ের হৃদকম্পন বেড়ে গেল

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) যখন তরবারি, নাতা' এবং জল্লাদকে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি তাঁর ঠোঁটদ্বয় ঈষৎ নাড়ালেন।

অতঃপর হাজ্জাজের দিকে এগিয়ে গেলেন।

অথচ তখনও তার সাথে ছিল মুমিনের মহিমা, মুসলমানের আত্মসম্মানবোধ এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর স্থীরতা।

হাজ্জাজ হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) এ অবস্থা দেখে প্রচণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে বলতে লাগল, আবু সাঈদ! এদিকে এসো, এখানে বসো, এ কথা বলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত হাসান বসরীকে (রহঃ) বসবার জায়গা করে দিচ্ছিল

হাজ্জাজের এ অবস্থা দেখে লোকজন বিস্ময় ও হতবাক হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল।

অতঃপর হাজ্জাজ ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উভয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

টিকা ঃ ১। যে প্রসস্ত চামড়ার বিছানার উপর মানুষের শিরোচ্ছেদ করা হয়।

যখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) আসন গ্রহণ করলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর দিকে তাকাল এবং ধর্মীয় কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর স্থির চিত্তে, যাদুকরী ভাষায় এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের আলোকে দিতে লাগলেন।

হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) উত্তর শুনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বলল ঃ হে আবু সাঈদ! আপনি জ্ঞানীদের সম্রাট!!

অতঃপর সে সুগন্ধিদ্রব্য আনতে বলল এবং তা হাসান বসরী (রহঃ) এর দাড়িতে মেখে তাঁকে বিদায় জানালেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বেরিয়ে আসলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দ্বাররক্ষী তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসল এবং তাঁকে বলল ঃ হে আবু সাঈদ! হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আপনার সাথে যে আচরণ করেছে তার বিপরিত আচরণ করার জন্য সে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি যে, যখন আপনি অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তরবারী ও নাতা দেখছিলেন তখন আপনি উভয় ঠোঁট নেড়ে বিড় বিড় করে কি যেন পড়ছিলেন। বলুন তো সে সময় আপনি কি পড়ছিলেন?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ আমি বলছিলাম ঃ

يَاوَلِيَّ نِعْمَتِىْ وَمَلَاذِىْ عِنْدَ كُرْبَتِى اِجْعَلْ نِقْمَتَهٗ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىَّ كَمَا جَعَلْتَ

النَّارَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

অর্থ ঃ হে আমার নিআমতের অভিভাবক!

হে আমার বিপদের আশ্রয়দাতা!

আপনি তার ক্রোধকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিময় বানিয়ে দিন, যেমনিভাবে আপনি আপনার প্রিয়বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় বানিয়েছিলেন।

* * *

বিভিন্ন শহরের গভর্ণর এবং আমীরদের সাথে হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) এ ধরণের অনেক বৈঠক হয়েছে। তিনি প্রতিটি বৈঠক থেকেই সবার দৃষ্টিতে মহান এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় ও আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষিত থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

এ কারণেই যখন দুনিয়াবিরাগী খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) ইন্তেকাল করলেন এবং ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিক খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তখন উমর ইবনে হুবাইরাহ্ ফাযারীকে তিনি ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তাঁর দায়িত্বে কিছুটা বর্ধিত করে ইরাকের সাথে খোরাসান নগরীকেও সম্পৃক্ত করে দিলেন। ইয়াযীদ লোকদের সাথে তার পূর্ববর্তী মহান খলীফাদের কৃত আচরণের বিপরিত আচরণ করতেন।

তাই তিনি উমর ইবনে হুবাইরাহর নিকট একের পর এক চিঠি পাঠাতেন এবং চিঠির বিষয়বস্তু কার্যকর করার আদেশ দিতেন, যদিও সেগুলো কখনো কখনো হক্বের বিপরিত হত।

এ কারণে উমর ইবনে হুবাইরাহ হযরত হাসান বসরী এবং হযরত আমের ইবনে শুরাহবিল শা'বী (রহঃ) কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন।

আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিককে তাঁর বান্দাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছেন এবং মানুষের জন্য তার আনুগত্য আবশ্যকীয় করেছিলেন। আর আমাকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন, তদুপরি আমাকে পারস্যেরও গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রায়ই পত্রাদি লেখেন, তাতে নানা বিষয় কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেগুলো করতে আমার মন সায় দেয় না। ধর্মীয় ব্যাপারে এমন কোন পথ কি আপনাদের জানা আছে, যার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ ও তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করা থেকে রেহাই পাব?

শা'বী তার প্রশ্নের এমন উত্তর দিলেন যাতে খলীফার প্রতি নমনীয়তা দেখানো হয়েছে এবং গভর্ণরের ও মন রক্ষা করা হয়েছে।

তখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) চুপ করেছিলেন।

এবার উমর ইবনে হুবাইরাহ হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং বললেন ঃ হে আবু সাঈদ! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উত্তর দিলেন ঃ হে ইবনে হুবাইরাহ! ইয়াযীদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে তুমি ইয়াযীদকে ভয় করো না।

জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা ইয়াযীদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন কিন্তু আল্লাহ থেকে ইয়াযীদ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হে ইবনে হুবাইরাহ! অচিরেই আল্লাহ তোমার নিকট এমন একজন পরাক্রমশালী ক্ষমতাধর ফেরেস্তা পাঠাবেন যিনি আল্লাহ তায়ালার আদেশের অবাধ্য হন না, অতঃপর তিনি তোমাকে তোমার এই আসন থেকে অপসারণ করবেন এবং প্রাসাদের বিশালতা থেকে সংকীর্ণ কবরে ঠেলে দিবেন। অথচ সেখানে তুমি ইয়াযীদকে পাবে না, সেখানে থাকবে তোমার আমলনামা, যাতে তুমি ইয়াযীদের রবের নাফরমানি করেছো।

হে ইবনে হুবাইরাহ! যদি তুমি আল্লাহর পথে থাক এবং তাঁর আনুগত্য কর, তবে তিনিই তোমাকে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিকের কষ্ট থেকে ইহকালে এবং পরকালে রক্ষা করবেন। আর যদি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইয়াযীদের সঙ্গী হও তবে আল্লাহই তোমাকে ইয়াযীদ থেকে আলাদা করে দিবেন।

হে ইবনে হুবাইরাহ! তুমি আরো জেনে রাখ, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য জায়িয নেই, চাই সে যেই হোক না কেন।

উমর ইবনে হুবাইরাহ হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) দেয়া বক্তব্য শুনে কেঁদে ফেলেন।

অশ্রু তাঁর দাড়িকে সিক্ত করে দিল

তিনি শা'বী থেকে হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেন।

যখন হযরত হাসান বসরী ও আমের শা'বী (রহঃ) গভর্ণরের দরবার থেকে বেরিয়ে মসজিদ অভিমুখে রওযানা হলেন। লোকেরা তাদের দেখে ছুটে এসে তাদের নিকট সমবেত হল এবং ইরাক ও কুফার গভর্ণরের সাথে

আলোচনার বিষয় সম্পর্কে কৌতুহল ব্যক্ত করতে লাগল। আমের শা'বী তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ তায়ালাকে সব স্থানে তাঁর সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিতে পারবে, তবে সে যেন তাই করে।

ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, হাসান বসরী উমর ইবনে হুবাইরাহকে যা বলেছেন সে ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ ছিলাম

আমি যা বলেছি, তা ইবনে হুবাইরার সন্তুষ্টির জন্য বলেছি, আর হযরত হাসান বসরী যা বলেছেন তা তিনি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বলেছেন

তাই আল্লাহ আমাকে ইবনে হুবাইরাহ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং হযরত হাসান বসরীকে তাঁর নিকটবর্তী ও প্রিয়ভাজন বানিয়ে দিয়েছেন।

* * *

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রায় আশি বৎসর বেঁচে ছিলেন। বর্ণাঢ্য এ সময়ে তিনি পৃথিবীকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় এবং ফিক্‌হে পরিপূর্ণ করেছিলেন। পরবর্তী বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া তাঁর মূল্যবান বিষয়গুলোর একটি তার উপদেশাবলী, যা যুগ যুগ ধরে সকল হৃদয়ে বসন্ত হয়ে থাকবে। তাঁর মূল্যবান বাণী হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে এবং দিবে। শিরা-উপশিরাকে সিক্ত করবে। পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর পথ দেখাবে এবং পার্থিব জগৎ সম্পর্কে বঞ্চিত ও উদাসীনদেরকে সতর্ক করবে

এ কারণেই তাঁকে যখন কোন এক প্রশ্নকারী দুনিয়া এবং দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি আমাকে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো!!

দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্ত তো পূর্ব পশ্চিমের মত

যখন তুমি এর মধ্যে একটির বেশি কাছে চলে আসবে, তখন অন্যটি থেকে তেমনি দূরে সরে যাবে।

তুমি আমাকে দুনিয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিতে বলছো ! তোমাকে আমি দুনিয়া সম্পর্কে কি বর্ণনা দিব যার সূচনা কষ্ট আর সমাপ্তি ধ্বংস আর ধ্বংস

যার বৈধ জিনিসে আছে হিসেব দেয়ার ঝামেলা

আর হারাম জিনিসে আছে শাস্তির ব্যবস্থা ।

এ ব্যাপারে যে উদাসীন থাকবে সে মুসীবতে আক্রান্ত হবে আর যে এটাকে প্রয়োজন মনে করবে সে দুঃখ পাবে ।

জনৈক ব্যক্তি তাঁকে পার্থিব জগত ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ ধিক্ আমাদের, আমরা আমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করছি !

আমরা আমাদের দ্বীনকে দুর্বল করে দুনিয়াকে সবল করতে ব্যস্ত ।

আমাদের কেউ কেউ হেলান দিয়ে বসে অন্যের সম্পদ গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে অথচ তার খাবার লুণ্ঠিত

তার সেবা আদায় জোরপূর্বক

সে তিক্ত খাবারের পর মিষ্টি খাবারের জন্য ডাকে

ঠান্ডা খবারের পর গরম খাবারের কথা বলে

অতিরিক্ত আহারের কারণে যখন ক্লান্ত হয় তখন আয়েশের হাই তোলে। অতঃপর বলে ঃ হে বৎস! খাবার হজম করার পথ্য নিয়ে আস ।

হে নির্বোধ! তুমি তো তোমার দ্বীনকেই হজম করে ফেলছো ।

প্রয়োজনের শিকার তোমার সেই প্রতিবেশী কোথায় ?

অপলক নেত্রে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা সেই অসহায় মানুষটি কোথায় ?

আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তার কি হল ?

তুমি যদি জানতে, তুমি কয়েকটি সংখ্যার সমষ্টিমাত্র। যখন তোমার থেকে একদিনের সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তোমার থেকে একটি সংখ্যা কমে যায়

এবং তোমার জীবনের কিয়দাংশও তার সাথে শেষ হয়ে যায় ।

* * *

১১০ হিজরীর রজব মাসের শুরুর দিকে জুমুআর রাতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তাঁর রবের আহ্বানে সাড়া দিলেন, সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হলে গোটা বসরা কেঁপে উঠল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) কে গোসল করানো হল এবং কাফন পড়ানো হল। জুমুআর নামাযের পর বসরার জামে' মসজিদে তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হল।

এ মসজিদেই তিনি তাঁর জীবনের বৃহৎ অংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে কাটিয়েছেন।

অতঃপর লোকেরা তাঁর জানাযা নিয়ে চলল।

সেদিন বসরার জামে মসজিদে আসরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ নামায পড়ার মত কেউ সেদিন বসরা নগরীতে ছিল না।

বসরা নগরীতে এ মসজিদ নির্মাণের পর সেদিনই প্রথম নামায অনুষ্ঠিত হয়নি যেদিন হাসান বসরী (রহঃ) ইন্তেকাল করেছেন।

* * *

হযরত কাযী শুরাইহ (রহঃ)

কাযী শুরাইহকে প্রশ্ন করা হল ঃ
"কোন্ কাজের বদৌলতে আপনি জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন?
উত্তরে বললেন ঃ
আলিমদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে।
আমি তাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করি
এবং তাদের মাঝেই বিতরণ করি।"

\- সুফিয়ান আউসী

হযরত কাযী শুরাইহ (রহঃ)

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) এক গ্রাম্য ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করে দিলেন এবং তার পিঠে চড়ে রওয়ানা হলেন।

কিন্তু ঘোড়াটি নিয়ে তিনি বেশি দূর যেতে পারলেন না। এমনকি তার মাঝে ক্লান্তির ভাব ছড়িয়ে পড়ল যা বিরতিহীন চলায় বাধা সৃষ্টি করল। তাই তিনি ফিরে আসলেন এবং লোকটিকে বললেন ঃ তুমি তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে নাও। কারণ, তা সমস্যাযুক্ত।

গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমি তা ফেরত নেব না। কারণ বিক্রির সময় সুস্থ সবল অবস্থায়ই আমি তা বিক্রি করেছি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ ঠিক আছে। তাহলে আমাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালার জন্য একজন বিচারক নির্ধারণ কর।

গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ আমাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালা করবে শুরাইহ ইবনুল হারেস কিন্দী।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি রাজি।

* * *

আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) এবং সেই গ্রাম্য ঘোড়া বিক্রেতা শুরাইহের নিকট বিচার উত্থাপন করলেন। শুরাইহ গ্রাম্য লোকটির বক্তব্য শুনে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের দিকে চেয়ে বললেন ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি সুস্থ সবল দেখে ঘোড়াটি নিয়েছিলেন?

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ।

কাযী শুরাইহ বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! যা কিনেছেন তা গ্রহণ করুন। অন্যথায় ফেরত দিতে হলে সুস্থ সবল অবস্থায়ই ফেরত দিতে হবে।

বিস্মিত হয়ে হযরত উমর (রাযিঃ) শুরাইহের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ ফায়সালা কি এমনই?

সত্য কথা! ন্যায় বিচার!!

অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব কাযী (রাযিঃ) শুরাইহকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনি কুফায় চলুন, আপনাকে আমি সেখানকার বিচারক নিযুক্ত করলাম।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) কর্তৃক শুরাইহ ইবনুল হারেসকে বিচারক নিযুক্ত করার দিন তিনি মদীনাবাসীদের কাছে অচেনা ছিলেন না! বা শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যে যারা জ্ঞানের অধিকারী ও চিন্তাবিদ তাদের নিকটে অপ্রসিদ্ধ ছিলেন না, কেননা সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা তার তীক্ষ্ণ মেধা, ধীশক্তি, চারিত্রিক মাধুর্য ও জীবন সম্পর্কে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কারণে তাকে মুল্যায়ন করতেন।

তিনি ইয়ামানের কিন্দী অঞ্চলের অধিবাসী, তার জীবনের একটা বিরাট অংশ অন্ধকারে কেটেছে। অতঃপর যখন আরবদ্বীপে হেদায়েতের আলো উদ্ভাসিত হল, ইসলামের বিজয় কেতন ইয়ামান পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন শুরাইহ ইবনুল হারেস তাদের দলভুক্ত ছিলেন যারা সর্বাগ্রে ঈমান এনেছে এবং সত্য ও দিশার ডাকে সাড়া দিয়েছে।

শুরাইহ ইবনুল হারেসের শ্রেষ্ঠত্বের কথা যারা জানতেন তাঁরা এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য মূল্যায়নকারীরা তার জন্য যারপর নাই আক্ষেপ করতেন

তারা কামনা করতেন যদি শুরাইহ মদীনায় এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে সাক্ষাত করার সুযোগ পেতেন।

যদি সরাসরি তাঁর থেকে স্বচ্ছ নির্মল জ্ঞানের অমিয় সুধা পান করতে পারতেন

যদি ঈমানের নেয়ামত লাভ করার পর সাহচর্যের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে পারতেন।

ফলে তিনি সকল প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারতেন।

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) একজন তাবেঈকে কাযীর পদে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে এতো তাড়াতাড়ি করেছিলেন, অথচ ইসলামের আকাশ তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য রাসূলের সাহাবীদের দ্বারা চমকাচ্ছিল। কেননা তখন দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল হযরত উমর (রাযিঃ) -এর বিচক্ষণতা এবং তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা।

অতঃপর শুরাইহ ইবনুল হারেস ক্রমান্বয়ে ষাট বৎসর বিচারকের পদে বহাল থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) -এর খিলাফতকালেও তাঁরা তাঁকে স্বপদে বহাল রেখেছিলেন।

পরবর্তীতে উমাইয়া শাসনামলে বনী উমাইয়ার খলীফারাও তাই করেছিলেন।

পরিশেষে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে তিনি তাঁর কাযীর দায়িত্বপদ থেকে অব্যাহতি তলব করেন।

গৌরবের অধিকারী এবং অনুকরণীয় জীবনের একশত সাত বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন।

ইসলামী বিচারকার্যের ইতিহাস শুরাইহ ইবনুল হারেসের কারণে সৌন্দর্য মন্ডিত হয়েছে।

এবং আল্লাহ তায়ালার বিধানের ব্যাপারে মুসলমানদের অনুসরণের কারণে নযীর বিহীন হয়ে আছে যার নমূনা রেখে গেছেন কাযী শুরাইহ ...

ও বিচারকার্যের সময় তাদের সাথে কৃত আচরণের ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন বই পুস্তকের অসংখ্য পাতায় জুড়ে আছে এই মহান ব্যক্তির জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, কথামালা এবং কার্যাবলী।

* * *

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাযিঃ) একটি লৌহবর্ম হারিয়ে ফেলেন

লৌহবর্মটি তার খুব প্রিয় ও মূল্যবান ছিল

কিছুদিন না যেতেই তিনি এক যিম্মী ব্যক্তির হাতে সেটি পেলেন। সে তা বাজারে বিক্রি করছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) দেখামাত্রই চিনে ফেলেন এটি তার লৌহবর্ম। তিনি যিম্মীকে বলেন ঃ এটি আমার লৌহবর্ম। আমি তা অমুক রাতে অমুক জায়গায় হারিয়েছিলাম।

যিম্মী বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! এটি আমার লৌহবর্ম এবং তা এখন আমার কব্জায় আছে ।

হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ না বরং এটি আমার লৌহবর্ম এবং আমি তা কারো কাছে বিক্রি করিনি এবং তা কাউকে দানও করিনি যে কারণে এটি তোমার কাছে যাবে।

যিম্মী বলল ঃ আমাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালা করবে মুসলমানদের বিচারক শুরাইহ ইবনুল হারেস।

হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ ঠিক আছে।

তবে তার কাছে চল

অতঃপর তারা উভয়েই কাযী শুরাইহের নিকট গেলেন।

তারা বিচার সভায় হাজির হওয়ার পর শুরাইহ ইবনুল হারেছ আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমীরুল মু'মীনীন! আপনার বক্তব্য কি?

হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি আমার লৌহবর্মটি এই ব্যক্তির কাছে পেয়েছি, যা আমার কাছ থেকে অমুক স্থানে পড়ে গিয়েছিল।

এবার কাযী শুরাইহ যিম্মী লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমার বক্তব্য কি?

যিম্মী বলল ঃ লৌহবর্মটি আমার এবং তা আমার কব্জায় আছে। কিন্তু আমি আমীরুল মু'মিনীনকে মিথ্যার অপবাদ দিচ্ছি না।

অতঃপর শুরাইহ ইবনুল হারেছ হযরত আলী (রাযিঃ) -এর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনার বক্তব্যের সত্যতার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লৌহবর্মটি আপনারই তবে তা প্রমাণের জন্য আপনার পক্ষে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন।

হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ ঠিক আছে, আমার দু'জন সাক্ষী আছে, একজন আমার কৃতদাস কামবার এবং অন্যজন আমার ছেলে হাসান। তারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

শুরাইহ ইবনুল হারেস বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! পিতার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! যার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলের সাক্ষ্য আছে তাঁর সাক্ষ্য দান গ্রহণযোগ্য হবে না?! আপনি কি রাসূলের বাণী শোনেন নি?

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অর্থ ঃ "হাসান ও হুসাইন জান্নাতে যুবকদের নেতা"

শুরাইহ ইবনুল হারেস বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! অবশ্যই আপনার কথা ঠিক। কিন্তু পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য দেয়াটা আমি অনুমোদন করতে পারছি না।

একথা শোনার পর হযরত আলী (রাযিঃ) যিম্মী লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তুমি লৌহবর্মটি নিয়ে নাও। কেননা এই দু'জন ব্যতীত আমার কাছে আর কোন সাক্ষী নেই।

যিম্মী লোকটি বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন! কিন্তু আমি এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি, লৌহবর্মটি আপনারই।

তারপর চলতে লাগল ঃ সুবহানাল্লাহ!! আমীরুল মু'মিনীন তার নিয়োগকৃত বিচারকের নিকট আমার বিরুদ্ধে বিচারের দাবী করলেন অথচ তারই বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে ফায়সালা করেছেন!! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যেই ধর্মীয় ব্যবস্থা এমন ফায়সালা দিতে পারে অবশ্যই তা সত্য ধর্ম। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে বিচারক আপনি জেনে রাখুন, লৌহবর্মটি আমীরুল মু'মিনীনেরই। আমি সৈন্যদলের পিছু পিছু আসছিলাম। আর আমীরুল মু'মিনীন ছিফ্‌ফীনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। লৌহবর্মটি তাঁর আওরাফ উট থেকে পড়ে গিয়েছিল

আর আমি তা তুলে নিয়েছিলাম।

হযরত আলী (রাযিঃ) যিম্মীকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো তাই লৌহবর্মটি আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। সেই সাথে এই ঘোড়াটিও তোমাকে উপহার দিলাম।

এই ঘটনার পর বেশি দিন যায়নি, এই যিম্মী হযরত আলী (রাযিঃ) এর অধীনে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় "নাহরাওন" [আলী (রাযিঃ) ও খারেজী সম্প্রদায়ের মাঝে ঘটিত সংঘর্ষ] এর দিন শাহাদাত বরণ করেন

* * *

শুরাইহ ইবনুল হারেসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার আরেকটি হল, একদা তাঁর ছেলে তাঁকে বলল–

ঃ হে আমার পিতা! আমার মাঝে ও অন্য একটি সম্প্রদায়ের মাঝে বিরোধ চলছে। এ ব্যাপারে আপনি চিন্তা করে দেখুন। যদি আমার অধিকার প্রমাণিত হয় তবে বিচারের সম্মুখীন হবো, অন্যথায় তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবো।

অতঃপর সে তার পিতার নিকট পুরো ঘটনা ব্যক্ত করল।

কাযী শুরাইহ তার ছেলেকে বললেন ঃ তুমি যাও, তাদেরকে বিচারের জন্য আহ্বান কর।

ছেলেটি তার বিবাদীদের নিকট গেল এবং তাদেরকে আদালতের সামনে হাজির হতে বলল। বিবাদীরাও তার প্রস্তাবে রাজি হল।

তারা সকলে ন্যায় বিচার লাভের আশায় কাযী শুরাইহ সামনে হাজির হলে, কাযী শুরাইহ তার ছেলের বিপক্ষে রায় প্রদান করলেন।

পিতা-পুত্র উভয়ে ঘরে ফিরে এলে পুত্র তার পিতাকে বলল ঃ হে পিতা! আপনি আমাকে অপমানিত করে দিলেন। আল্লাহর শপথ! যদি আমি আপনার সাথে পরামর্শ না করতাম, তাহলে আপনাকে তিরস্কার করতাম না।

শুরাইহ বললেন ঃ হে বৎস! পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে তুমি আমার কাছে বেশী প্রিয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট তোমার চেয়েও বেশী

সম্মানিত ও প্রিয়। আমি শংকিত ছিলাম যদি আমি তোমাকে একথা বলি যে, অধিকার তাদের হবে, তবে তুমি তাদের সাথে চুক্তি করতে, এতে তাদের কিছু অধিকার বিনষ্ট হত। তাই আমি তোমাকে যা বলার বলে দিয়েছি।

* * *

একদা শুরাইহ ইবনুল হারেসের ছেলে এক লোকের জামিন হল এবং তার জামিন মঞ্জুর হল। কিন্তু লোকটি বিচারের দায়বদ্ধতা এড়ানোর জন্য পালিয়ে গেল। এতে শুরাইহ তার ছেলেকে পলাতক লোকটির কারণে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করলেন।

অথচ তিনিই প্রতিদিন জেলখানায় খাবার নিয়ে যেতেন

মাঝে মাঝে শুরাইহের নিকটে কোন কোন সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতো।

কিন্তু তাদের মাঝে সাক্ষীর পূর্ণ শর্তাবলী থাকাতে তিনি সাক্ষীদের প্রত্যাখ্যানও করতে পারতেন না। এ কারণে তিনি সাক্ষীদেরকে তাদের সাক্ষ্যদানের পূর্বে বলে দিতেন ঃ তোমরা আমার কিছু কথা শুনে নাও। আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথের দিশা দান করুন। তোমরা এই লোকের বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করেছো।

তোমাদের কারণে আমি জাহান্নামকে ভয় করি এবং তোমরাও ভয় কর...

ইচ্ছে করলে এখন তোমরা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত হয়ে চলে যেতে পারো।

কিন্তু তারা যখন সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে অনড় থাকতো, তখন তিনি বিবাদীর প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন ঃ তুমি এ কথা জেনে রেখো তাদের সাক্ষ্য দেয়ার কারণে আমি তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

এবং আমি মনে করি তুমি অত্যাচারী

কিন্তু আমি ধারণার বশবর্তী হয়ে রায় দিচ্ছি না। বরং তাদের সাক্ষীর আলোকে রায় দিচ্ছি।

আমার রায় প্রদান করাটা তোমার জন্য এমন কতগুলো বিষয় বৈধ করবে যেগুলো আল্লাহ্ তোমার জন্য হারাম করেছেন।

* * *

শুরাইহ্ ইবনুল হারেস তার বিচার কার্যের সময় যে কথাগুলো বারবার বলতেন তা হল ঃ অত্যাচারী আগামীকাল বুঝতে পারবে কে ক্ষতিগ্রস্ত?

অত্যাচারী শাস্তির অপেক্ষা করে

অত্যাচারিত ইনসাফের অপেক্ষা করে

আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যে কেউ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য কিছু বর্জন করবে, তারপর তা হারানোর কথা উপলব্ধি করবে আল্লাহ্ তাকে তার বিনিময় প্রদান করবেন।

* * *

শুরাইহ্ ইবনুল হারেস শুধুমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং কুরআনুল কারীমের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, বরং এর পাশাপাশি সব শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতিও কল্যাণকামী ছিলেন।

জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ যখন আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া দুঃখের অভিযোগ কাযী শুরাইহের নিকট ব্যক্ত করছিলাম, তিনি আমার হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে বললেন ঃ হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাক। কেননা তুমি যার কাছে অভিযোগ করবে সে হয়তো তোমার বন্ধু হবে, না হয়তো শত্রু হবে।

বন্ধু হলে তোমার জন্য সে দুঃখ পাবে

শত্রু হলে সে আনন্দিত হবে।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার এ চোখের দিকে দেখ (এ বলে তিনি তার এক চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন) আল্লাহ্র শপথ, পনের বৎসর যাবত এটা দিয়ে আমি কোন মানুষ বা পথ দেখিনি

কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এ কথা জানাইনি।

তুমি কি ইয়াকুব (আঃ) এর কথা শোননি

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

"আমি আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর নিকটেই সমর্পন করছি।"

সুতরাং তুমি তোমার সকল বিপদে আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে অভিযোগ ও অস্থিরতা প্রকাশ কর।

কেননা তিনিই চাওয়ার এবং দু'আর কেন্দ্রবিন্দু।

* * *

একদা তিনি এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন ঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! যখন কোন মানুষ কারো কাছে তার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে কিছু চায় তখন সে নিজেকে দাসত্বের কাতারে দাঁড় করায়

যদি সে তার চাওয়া পূরণ করে তবে সে তাকে কৃতদাস বানিয়ে নিল

আর যদি ফিরিয়ে দেয় তবে উভয়ই লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল

এই ব্যক্তি ফিরে গেল কৃপণতার লাঞ্ছনা নিয়ে

আর প্রার্থনাকারী ফিরে গেল প্রত্যাহত হওয়ার বঞ্চনা নিয়ে

কাজেই যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে চাইবে।

যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

আর একথা জেনে রাখবে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতিত কোন ক্ষমতা, শক্তি ও সাহায্যকারী নেই।

* *

কুফা নগরীতে মহামারী ছড়িয়ে পড়লে কাযী শুরাইহ এর এক বন্ধু মহামারী থেকে বাঁচার জন্য নজফের দিকে রওয়ানা হল। তখন কাযী শুরাইহ

তার নিকট পত্রে লিখলেন ঃ যে স্থান তুমি ছেড়ে যাচ্ছো সেখানে তোমার মৃত্যু আসবে না এবং তোমার থেকে তোমার আয়ুও ছিনিয়ে নিবে না। আর যেখানে তুমি যাচ্ছো, সেখানেও তুমি এমন সত্ত্বার অধীনে থাকবে যাকে কোন প্রার্থনা রুখতে পারবে না এবং কোন পলায়ন তার থেকে মুক্তি দিবে না।

আমরা এবং তুমি এক পরাক্রমশালী বাদশাহর তত্ত্বাবধানে আছি।

নিশ্চয়ই নজফ সেই পরাক্রমশালীর ক্ষমতার খুবই নিকটবর্তী।

* * *

এই সব বিষয়ের সাথে সাথে শুরাইহ ইবনুল হারেস একজন সৃজনশীল, সাবলীল প্রকাশভঙ্গির অধিকারী এবং নতুনত্বের ছোঁয়া সম্বলিত কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

কথিত আছে, দশ বছর বয়সী তাঁর এক ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল প্রচন্ড ক্রীড়ামোদী।

একদিন তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ ছেলেটি লেখাপড়া ছেড়ে কুকুর নিয়ে খেলায় ব্যস্ত। ঘরে ফিরে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি নামায পড়েছো?

ছেলেটি বলল ঃ না।

অতঃপর তিনি তাকে কাগজ কলম আনতে বললেন এবং তাঁর শিক্ষকের নিকট লিখলেন ঃ

تَرَكَ الصَّلٰوةَ لِأَكْلُبٍ يَسْعٰى لَهَا

يَبْغِى الْهِرَاشِ مَعَ الْغُوَاةِ الرُّجَّسِ

فَلَيَأْتِيَنَّكَ غُدْوَةً بِصَحِيْفَةٍ

كُتِبَتْ لَهٗ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ

فَإِذَا أَتَاكَ فَدَاوِهِ بِمَلَامَةٍ

أَوْ عِظْهُ مَوْعِظَةَ الْأَدِيبِ الْكَيِّسِ

وَإِذَا هَمَمْتَ بِضَرْبِهِ فَبِدُرَّةٍ

وَإِذَا بَلَغْتَ ثَلَاثَةً لَكَ فَاحْبِسِ

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مَا أَتَيْتَ فَنَفْسُهُ

مَعَ مَا يُجَرِّعُنِى أَعَزُّ الْأَنْفُسِ

"কতগুলো কুকুরের পেছনে ছুটোছুটি করে সে নামায ছেড়ে দিয়েছে,
অসভ্য, দুষ্টু ছেলেদের সাথে মিলে কুকুরকে ক্ষেপিয়েছে।
ভোর বেলা সে আপনার নিকট এই চিঠি নিয়ে আসবে,
যা লেখা হয়েছে মুতালাম্মিসের পত্রের ন্যায়।
যখন সে আপনার নিকট আসবে, তখন আপনি তাকে তিরস্কারের মাধ্যমে ভৎর্সনা করবেন,
অথবা বুদ্ধিমান শিষ্টাচারীর ন্যায় তাকে উপদেশ দিবেন।
যদি আপনি তাকে প্রহারের ইচ্ছা করেন তবে বেত দিয়ে প্রহার করবেন।
তবে এক্ষেত্রেও তিনবার প্রহার করেই থেমে যাবেন।
আর একথাও জেনে রাখবেন, আপনি তার সাথে যে আচরণ করবেন তা যদিও আমার জন্য কষ্টদায়ক তথাপিও আপনি আমার কাছে প্রিয় ব্যক্তি।"

* * *

আল্লাহ্ তায়ালা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি ইসলামে বিচার কার্যের মস্তককে মূল্যবান মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন যা ঝকঝকে স্বচ্ছ ...

যার অবয়ব উজ্জ্বল।

তিনি মুসলমানদেরকে এমন একটি আলোকময় প্রদীপ দান করেছেন যার আলোয় আজও মুসলমান আলোকিত।

যার বুঝশক্তির আলোকে লোকেরা আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দিশা লাভ করে।

যাকে নিয়ে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অন্যান্য জাতির সামনে গর্ববোধ করবে।

আল্লাহ তায়ালা কাযী শুরাইহের প্রতি দয়া করুন। তিনি সুদীর্ঘ ষাট বৎসর মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করে গেছেন। সুদীর্ঘ এই সময়ে তিনি কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করেননি

কখনো সত্য থেকে পিছু হটেননি

মানুষকে শ্রেণী হিসেবে বিচার করেননি

সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখেছেন চাই সে বাদশাহ হোক আর সাধারণ মানুষ হোক।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)

"মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের মত পরহেজগারীর
ক্ষেত্রে এত বড় ফকীহ
ও
ফেকাহর ক্ষেত্রে এত বড় পরহেজগার
আমি আর কাউকে দেখিনি"

-মুরিকুল ঈজলী

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)

সীরীন বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন।

যখন আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁরও ব্যবসায় প্রচুর লাভ আসতে লাগল। কারণ, তিনি একজন দক্ষ তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিলেন। স্ত্রী হিসেবে তিনি পছন্দ করেছিলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এর দাসী সফীয়্যাকে।

*   *   *

সফীয়্যাও ছিলেন উজ্জ্বল লাবণ্যময়ী তরুণী, স্বচ্ছ মন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারিনী। মদীনার পরিচিত রমনীদের মাঝে সবার প্রিয়পাত্রী। এক্ষেত্রে যে সকল যুবতীদেরকে যৌবনের বন্ধন একত্রিত করেছিল এবং যে সকল বৃদ্ধাদের জন্য তিনি ছিলেন বুদ্ধির পরিপক্কতায় ও আচার আচরণের গাম্ভির্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। উম্মুল মু'মিনীনগণ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

বিশেষভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)।

*   *   *

সীরীন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এর নিকট গিয়ে তাঁর বাঁদী সফীয়্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন।

সিদ্দীকে আকবারও তড়িঘড়ি প্রস্তাবকের দ্বীনদারী ও আচার আচরণ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। যেমন একজন স্নেহপরায়ন পিতা তার কণ্যা সম্পর্কে প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে করে থাকেন। আর এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) ও সফীয়্যার পিতৃতুল্য ছিলেন। তদুপরী সফীয়্যার সকল দায় দায়িত্ব আল্লাহর তায়ালা তাঁর কাঁধেই ন্যস্ত করেছিলেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সীরীন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন ও তার আচার আচরণ সম্পর্কে খোঁজ করতে লাগলেন।

সীরীন সম্পর্কে তিনি যাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) ছিলেন তাদের শীর্ষে।

আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবরকে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! সফীয়্যাকে সীরীনের নিকট বিয়ে দিয়ে দিন। এ ব্যাপারে আপনি শংকিত হবেন না। কারণ, সীরীন সম্পর্কে আমি সঠিক দ্বীনদারী, উন্নত চরিত্র এবং সৎকাজের প্রতি অনুরাগী ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আইনুত্তামারের যুদ্ধে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ কর্তৃক চল্লিশজন কৃতদাসের সাথে বন্দী হয়ে আসার পর আমার সাথেই তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। অতঃপর মদীনায় আনার পর সীরীন আমার অংশে রয়ে যায়। আর আমিও তার কাছে প্রিয় হয়ে যাই।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সীরীনের সাথে তাঁর বাঁদী সফীয়্যাকে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন এবং ধুমধামের সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। যেমন কোন পিতা তার আদরের কণ্যার জন্য করে থাকেন। তাই এ বিয়ে উপলক্ষ্যে সিদ্দীকে আকবর যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তা মদীনার খুব কম সংখ্যক যুবতীর ক্ষেত্রেই হয়েছে।

সফীয়্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, যাদের মাঝে আঠার জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীও ছিলেন।

সফীয়্যার জন্য দুআ করছিলেন কাতেবে ওহী মহান সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ), অন্যান্যরা তার সাথে সাথে আমীন বলছিলেন। সফীয়্যাকে স্বামীর ঘরে তুলে দেয়ার সময় তিনজন উম্মুল মু'মিনীন তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এই পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের ফসলস্বরূপ পিতামাতাকে একটি নবজাতক উপহার দেয়া হয়।

যিনি বিশ বৎসর পর তাবেঈদের মাঝে দৃষ্টান্ততুল্য এবং মুসলমানদের মাঝে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তিনি হলেন “মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন”

তাহলে এসো এই মহান তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের জীবন ইতিহাস প্রথম থেকে আলোচনা করি।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) এর খেলাফতকাল সমাপ্তির দু'বৎসর পূর্বে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন জন্ম গ্রহণ করেন।

তাক্‌ওয়া, পরহেজগারির সুবাসে সুশোভিত একটি গৃহে লালিত পালিত হয়েছেন।

যখন মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন কৈশোরে পা দিলেন তখন বিচক্ষণ, মেধাবী এই বালকটি অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন যেমন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ), ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) এবং আবু হোরায়রাহ (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবী দ্বারা মসজিদে নববী তরঙ্গায়িত পেলেন।

ইলমের জন্য তিনি তাদের পিছনে এমনভাবে ছুটোছুটি করতে লাগলেন যেমন প্রচন্ড তৃষ্ণায় কাতর কোন পিপাসিত ব্যক্তি মিষ্টি পানির সন্ধানে ছুটোছুটি করে।

তাঁদের কাছ থেকে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে লাগলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহ বর্ণনা করতে লাগলেন, যা তার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করল এবং আত্মশুদ্ধি ও সঠিক পথের দিশা লাভের সহায়ক হল।

পরবর্তীতে এই পরিবারটি তাদের একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে বসরা চলে আসেন এবং এখানেই থেকে যান। বসরা নগরী তখন সবেমাত্র শহর হিসেবে গড়ে উঠছিল।

কারণ, ফারুকী খেলাফতের শেষের দিকে মুসলমানরা সেখানে বসতি গড়তে আরম্ভ করে এবং ইসলামের বিশেষ ব্যক্তিরা সে সময় প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

কারণ এ শহরটি আল্লাহর পথে জিহাদে রত সেনাদের জন্য সেনানিবাস হিসেবে পরিণত হয়।

তদুপরি ইরাক ও পারস্য অধিবাসীদের মাঝে নতুন ধর্মে দীক্ষিতদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং পরিচালনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য হতে থাকে।

বসরা নগর তখন ছিল ইসলামী সমাজে জীবন্ত প্রতিকৃতি যা দুনিয়ার জন্য কাজ করলে মনে হয় চিরকাল থাকবে আর পরকালের জন্য কাজ করলে মনে হয় যেন আগামীকালই মৃত্যু বরণ করবে।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বসরায় তাঁর নতুন জীবনকে সমান দুটি পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে লাগলেন।

দিবসের একটা অংশ ইলম ও ইবাদতের জন্য রেখেছিলেন। আরেকটি অংশ ব্যবসা ও উপার্জনের জন্য রেখেছিলেন। ভোরের আলোয় পৃথিবী উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা-দীক্ষার কাজে বসরার মসজিদে চলে যেতেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে ব্যবসার কাজে মসজিদ থেকে বাজারে চলে আসতেন।

রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে তিনি তাঁর গৃহকোণে বসে যেতেন এবং কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন অংশে ঝুঁকে পড়তেন।

আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করতেন

কান্নার তীব্রতার কারণে তার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীরা তাঁর ব্যাপারে মৃত্যুর আশংকা করতেন।

* * *

দিবসের মধ্যাহ্নেও তিনি বেচাকেনার সময় লোকদেরকে পরকাল সম্পর্কে সজাগ করতে ভুলতেন না।

এবং পার্থিব জগৎ সম্পর্কে সচেতন করতেন

আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য তাদের সুন্দর সুন্দর কথা শোনাতেন।

তাদের দিকনির্দেশনা দিতেন

মানুষের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা করতেন।

মাঝে মাঝে তাদের হীনমন্যতা দূর করার জন্য মজার মজার কথা শোনাতেন, তবে এক্ষেত্রেও তিনি তার গাম্ভীর্য ও মর্যাদাকে অটুট রাখতেন।

কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুস্পষ্ট পথের দিশা দান করেছিলেন এবং গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় করেছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই বাজারের লোকেরা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হয়ে যেতো।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের আমলী জিন্দেগী মানুষের জন্য উত্তম পথ নির্দেশক। ব্যবসার ক্ষেত্রে দুটি দিক তাঁর সামনে উপস্থিত হলে দ্বীনের ব্যাপারে অধিক নির্ভরযোগ্য পথটিই অবলম্বন করতেন। যদিও এতে তাঁর পার্থিব কিছুটা ক্ষতি হতো।

* * *

ধর্মীয় বিষয়াদী সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল।

বৈধ ও অবৈধ সম্পর্কে তাঁর সঠিক চিন্তাধারা ছিল।

তিনি কখনো এমন সিদ্ধান্ত নিতেন, যা মানুষের নিকট দুর্বোধ্য মনে হতো।

একবার এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের নিকট দু'দেরহাম দাবী করল...

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তা দিতে অস্বীকার করলেন।

লোকটি বলল ঃ আপনি কি শপথ করতে পারবেন ?

লোকটি ভেবেছিল মাত্র দু'দেরহামের জন্য মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আল্লাহর নামে শপথ করবেন না।

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বললেন ঃ অবশ্যই আমি আল্লাহর নামে শপথ করতে পারব এবং তিনি শপথ করলেন।

অতঃপর লোকেরা তাঁকে বলল ঃ হে আবু বকর! আপনি মাত্র দু দেরহামের জন্য শপথ করলেন? অথচ গতকালই আপনি সন্দেহের কারণে চল্লিশহাজার দিরহাম ছেড়ে দিয়েছেন। যে ব্যাপারে আপনি ছাড়া আর কেউ সন্দেহ করেনি।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বললেন ঃ হ্যাঁ, শপথ করলাম। কারণ আমি তাকে হারাম খাওয়াতে চাই না। আর এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, এটা তার জন্য হারাম।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের মজলিস ছিল কল্যাণকর এবং উপদেশমূলক মজলিস।

যখন তাঁর কাছে কোন ব্যক্তির খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করা হতো, তিনি তাঁর সম্পর্কে তাঁর জানা ভাল দিক নিয়ে আলোচনা করতেন।

তিনি একবার একজনকে বলতে শুনলেন, সে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে গালমন্দ করছে। এ কথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তার কাছে গিয়ে বললেন ঃ চুপ কর। কারণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মরে গেছে।

যখন তুমি আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হবে, তখন পৃথিবীতে তোমার করা সবচেয়ে লঘু পাপটি হাজ্জাজের কঠিন পাপের তুলনায় কঠিন বলে মনে হবে।

একথা জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন, যেমনটি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তার প্রতি

অন্যায়কারীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। তোমাদের দু'জনই সেদিন আপন অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে

সুতরাং আজকের পর কারো গালমন্দ করতে নিজেকে ব্যস্ত করো না।

কেউ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের কাছে আমানত গচ্ছিত রেখে ব্যবসায় যাওয়ার ইচ্ছে করলে তিনি তাকে বলতেন ঃ শোন ভাতুস্পুত্র! তুমি আল্লাহকে ভয় কর।

তোমার জন্য বৈধভাবে যেটুকু বরাদ্দ করা হয়েছে তুমি সেটুকুই অনুসন্ধান কর।

আর একথা জেনে রেখ, তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন তোমার জন্য যেটুকু ধার্য করা হয়েছে তার বেশী তুমি পাবে না।

* * *

বনী উমাইয়ার গভর্ণরদের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈঠক হয়েছে।

যেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে সত্যের বাণীকে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং সকল মুসলমানদের কথা তুলে ধরেছেন।

একবার বনী উমাইয়ার একজন বিশেষ ব্যক্তি এবং বসরা ও কুফার গভর্ণর উমর ইবনে হুবাইরা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের নিকট সাক্ষাৎ লাভের জন্য লোক পাঠালেন।

তার আমন্ত্রণে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন ও তাঁর ভাতুস্পুত্র রওয়ানা হলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন উমর ইবনে হুবাইরার নিকট যাওয়ার পর তিনি তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার প্রতিনিধি দলকে সম্মানে ভূষিত করলেন।

অতঃপর ধর্মীয় এবং পার্থিব নানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পর বললেন ঃ হে আবু বকর! আপনি আপনার শহরবাসীকে কেমন রেখে এসেছেন?

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বললেন ঃ আমি তাদেরকে জুলুম অত্যাচারের মাঝে রেখে এসেছি, অথচ আপনি তাদের ব্যাপারে উদাস।

তখন তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে কাধ দিয়ে আলতো ভাবে ধাক্কা দিল

ইবনে সীরীন তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়নি। বরং আমাকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে আর এটাই সাক্ষ্য দান। এ কথা বলে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি পাঠ করলেন–

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"যে কেউ তা (সাক্ষ্য) গোপন করবে তার হৃদয় পাপী"

আলোচনা সমাপ্তির পর উমর ইবনে হুবাইরা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে পূর্বের ন্যায় মর্যাদা ও সমাদরের সাথে বিদায় জানালেন

এবং তিন হাজার স্বর্ণমূদ্রার একটি থলি উপঢৌকন স্বরূপ তাঁর নিকট পাঠালেন

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তা গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে বলল ঃ আপনি কেন আমীরের উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন?

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বললেন ঃ উমর ইবনে হুবাইরা আমার প্রতি ভাল ধারণার কারণে এই উপহার পাঠিয়েছেন। তার ধারণানুযায়ী যদি আমি সৎ হই তবে আমার জন্য উচিত হবে না তার উপহার গ্রহণ করা

আর যদি আমি তার ধারণার বিপরিত হই তবে আমার জন্য বৈধ হবে না তার উপহার গ্রহণ করা।

* * *

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সততা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছা করলেন।

এ কারণে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় তিনিও সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

তিনি একবার এক ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার তেল বাকি কিনলেন...

তেলের একটি মশক খুললে তাতে পঁচা একটি ইঁদুর দেখতে পেলেন...

তিনি ভাবলেন (তরল হওয়ার কারণে) পাত্রের তেলগুলো এক স্থানের মত। আর নাপাকী শুধুমাত্র এই মশকটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমি এখন এই তেল বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেই তবে হয়তোবা সে মানুষের মাঝে আবার তা বিক্রি করবে।

এজন্য তিনি সব তেল ফেলে দিলেন। অথচ এই সময়টায় তাঁর ব্যবসা মারাত্মক মন্দা যাচ্ছিল

তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, আর এদিকে তেল বিক্রেতা বারবার তার পাওনা টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল

কিন্তু তিনি তা দিতে পারছিলেন না।

অবশেষে তেলবিক্রেতা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের বিরুদ্ধে গভর্ণরের নিকটে বিচার দায়ের করলেন।

গভর্ণর মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত কারারুদ্ধ রাখার আদেশ জারী করলেন।

দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকার পর তাঁর ধর্মীয় অনুরাগ, অসামান্য বুযুর্গী এবং ইবাদাতের একাগ্রতা দেখে তাঁর প্রতি কারারক্ষীর দয়া হল। কারারক্ষী তাকে বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! ইচ্ছে হলে রাতে আপনি আপনার বাড়ি চলে যেতে পারেন এবং তাদের সাথে রাত কাটাতে পারেন।

ভোর হলেই আবার চলে আসবেন

এভাবেই আপনি কালাতিপাত করতে পারেন, যতদিন না আপনি করামুক্ত হচ্ছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তার প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, এমন কাজ আমি কখনই করব না।

কারারক্ষী বলল ঃ কেন করবেন না?

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন বললেন ঃ গভর্ণরের আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারি না। কিন্তু যখন খাদেমে রাসূল মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) এর মৃত্যু আসন্ন প্রায়, তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে তাঁর গোসল দেয়ার এবং জানাযার নামায

পড়ানোর জন্য অসীয়ত করে গেলেন। অথচ তখনও মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন কারাবন্দী।

খাদেমে রাসূল মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) এর ইন্তেকালের পর লোকেরা গভর্ণরের নিকট এসে তাকে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সম্পর্কিত হযরত আনাসের অসীয়ত সম্পর্কে অবহিত করল এবং অসীয়তনামা কার্যকর করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের মুক্তির আবেদন করল।

গভর্ণর তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে সাময়িক মুক্তি দান করলেন

কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন লোকদের বললেন ঃ আমি কারাগার থেকে বের হব না যাবৎ না তোমরা ঐ তেল বিক্রেতার কাছ থেকে অনুমতি নেবে; কারণ, আমার নিকট প্রাপ্য তার অধিকারের কারণেই আজ আমি কারাবন্দী।

অতঃপর তেল বিক্রেতাও তাঁকে অনুমতি দিল

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন

আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ)কে গোসল করালেন

তাঁকে কাফন পড়ালেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন।

এরপরই তিনি পুনরায় কারাগারে ফিরে গেলেন

এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর পরিবারকে দেখতে যাননি।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সাতাত্তর বৎসর বেঁচে ছিলেন। ইন্তেকালের সময় তাঁকে পার্থিব বিষয়াদী সম্পর্কে সামান্য এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী দেখা গিয়েছে।

হাফসা বিনতে রাশেদ বর্ণনা করেন ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। তার নাম মারওয়ান মাহ্মালী। তিনি ইবাদতে একাগ্র এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যে পরাকাষ্ঠা ছিলেন। মারওয়ানের ইন্তেকালের পর আমরা প্রচণ্ড দুঃখ পেলাম।

হাফসা বলেন ঃ একবার আমি স্বপ্নযোগে মারওয়ানকে দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- হে আবু আবদুল্লাহ! আপনার রব আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছেন?

মারওয়ান বললেন ঃ তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

হাফসা বললেন ঃ এরপর কি করেছেন ?

মারওয়ান বললেন ঃ অতঃপর আমাকে ডানপন্থীদের কাতারে উন্নীত করেছেন।

হাফসা বললেন ঃ এরপর কি করেছেন ?

মারওয়ান বললেন ঃ অতঃপর আমাকে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্তদের সম্মানে ভূষিত করেছেন

হাফসা বললেন ঃ সেখানে আপনি কাকে দেখেছেন ?

মারওয়ান বললেন ঃ সেখানে আমি হাসান বসরী (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে দেখতে পেয়োছি।

হযরত রবীআতুর রায় (রহঃ)

"রবীআর তুলনায় সুন্নাতের
ব্যাপারে এতটা রক্ষণশীল
আমি আর কাউকে দেখিনি"

-ইবনে মাজিশুন

হযরত রবীআতুর রায় (রহঃ)

এখন আমরা হিজরী একান্ন সনে

ঐ তো একদল মুজাহিদ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে দুর্গম পথে ছুটে চলছে।

মানবতার জন্য চিরন্তন আকীদা-বিশ্বাসের সুসংবাদ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ...

মানবতার মমতাময় কল্যাণকামী হাত প্রসারিত করছে ...

পৃথিবীতে এমন জীবন বিধান প্রচার করছে যা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় এবং এক লা-শরীক আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

এই তো মহান সাহাবী হযরত রবী' ইবনে যিয়াদ হারেসী

যিনি খোরাসানের আমীর

সিজিস্তান বিজয়ের মহানায়ক।

আল্লাহর পথে লড়াইয়ে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন।

তাঁর সাথে আছেন তাঁর বিশ্বস্ত বীর সৈনিক কৃতদাস ফররুখ।

সিজিস্তান এবং তার আশপাশের অঞ্চল বিজয়ের পর হযরত রবী' ইবনে যিয়াদ তাঁর বাহিনী নিয়ে সির দরিয়া অতিক্রম করে ঐ অঞ্চলের শীর্ষে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করবেন, যে অঞ্চলকে মাওরায়ে নাহর (নহরের ওপার) বলা হয়।

* * *

মহান সাহাবী হযরত রবী' ইবনে যিয়াদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন

প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন।

শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ও সময় নির্ধারণ করলেন।

রণাঙ্গনে ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হলে রবী' ও তাঁর সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন, ইতিহাসের পাতা যাকে সপ্রশংস কণ্ঠে স্মরণ করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবী রবী' ইবনে যিয়াদের কৃতদাস ফররুখ বীরত্ব ও সাহসিকতার যে নজির স্থাপন করেছে তা শুধুমাত্র ফররুখের ব্যাপারে মনিবের আগ্রহ, গর্ববোধ এবং প্রশংসাই বাড়িয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিরাট সাহায্যের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র মুসলমানদের অনুকূলে চলে এল।

মুসলমানরা তাদের শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করল

তাদের বুহ্যভেদ করে ফেলল।

অতঃপর সাহাবী রবী' এবং তাঁর সেনাদল সির দরিয়া অতিক্রম করলেন যা তুর্কিস্তান এবং তাদের মাঝে যোগাযোগের অন্তরায় হয়েছিল।

সাহাবী হযরত রবী' ইবনে যিয়াদ ও তাঁর সৈন্যবাহিনী নদী অতিক্রম করে উযূ করলেন।

কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করার নিমিত্তে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

অতঃপর হযরত রবী' ইবনে যিয়াদ তার কৃতদাস ফররুখকে তার অসামান্য কৃতিত্বের প্রতিদান স্বরূপ আযাদ করে দিলেন।

যুদ্ধলব্ধ প্রচুর গনীমতের মাল থেকেও একটা অংশ তাঁকে দিলেন।

পাশাপাশি নিজের তরফ থেকে বেশকিছু জিনিস ফররুখকে উপহার দিলেন।

* * *

চির স্মরণীয়, গৌরবময় এই দিনটির পর হযরত রবী' ইবনে যিয়াদের আয়ূ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

তাঁর দেখা স্বপ্নের বাস্তবতা প্রমাণ করে দু'বৎসর পর চিরসত্য সেই মুহূর্তটি তাঁর সামনে এসে হাজির হল।

মহান প্রতিপালকের সন্তোষভাজন হয়ে তারই নিকট চলে গেলেন।

আর বীর নওজোয়ান ফররুখ তার যুদ্ধলব্ধ গনীমতের বিপুল সম্পদ নিয়ে মদীনা মুনাওরায় ফিরে এলেন।

সাথে রয়েছে মহান নেতার দেয়া উপহারের একটা অংশ। তদুপরী রয়েছে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তির আনন্দ

যুদ্ধক্ষেত্রের চরম পরিস্থিতিতে প্রমাণ করা তাঁর বীরত্বগাথা।

* * *

মদীনায় আগমনের সময় ফররুখ ভরা যৌবন, পূর্ণজীবনীশক্তি আর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

তাঁর বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়

বসবাসের জন্য ফররুখ একটি বাড়ি করার ইচ্ছা করলেন

এবং সংসার করার জন্য বিয়ে করার মনস্থ করলেন।

তাই মাঝারী ধরণের একটি বাড়ি ক্রয় করলেন।

বুদ্ধীমতী, উচ্চ বংশীয়, দ্বীনদার এবং সমবয়সী ও তার সাথে মানানসই একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন।

* * *

নতুন এই বাড়িতে ফররুখের দিনগুলো আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভালই কেটে যাচ্ছিল

নববধুর সাথে তাঁর মুহূর্তগুলো আশাতীত সুখে সাচ্ছন্দেই কাটছিল।

কিন্তু নির্মল আনন্দের উৎস তাঁর বাড়ি, তাঁর কোমলমতী অনন্যা সুন্দরী স্ত্রীও জিহাদের প্রতি তার ব্যাকুলতার উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কমাতে পারেনি তরবারীর ঝনঝনানীর আওয়াজের প্রতি তীব্র আকর্ষণকে।

আল্লাহর পথে জিহাদ করার প্রবল ইচ্ছার হ্রাস ঘটাতে পারেনি।

যখনই মদীনা মুনাওয়ারায় কোন মুজাহিদ দলের বিজয়ের সুসংবাদ আসতো, তখনই জিহাদের প্রতি ফররুখের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে যেতো।

* * *

এক শুক্রবারে ফররুখ মসজিদে নববীতে খতীবের বক্তব্য শুনছিলেন।

খতীব তাঁর বক্তব্যে মুসলমানদেরকে জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছিলেন।

জিহাদের প্রতি লোকদের আগ্রহ জোগাচ্ছিলেন

এবং আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

ফররুখ তাঁর বাড়িতে ফিরে আসলেন

এবং জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ইচ্ছা করলেন।

ফররুখ তাঁর এই ইচ্ছার কথা তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন।

ফররুখের কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আমাকে এবং আমার গর্ভের এই সন্তানকে আপনি কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন ?

আপনি তো মদীনায় একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

এখানে আপনার কোন পরিবার পরিজনও নেই।

ফররুখ বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি।

তদুপরি তোমার ব্যয়ভারের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে জমা করা ত্রিশ হাজার দিনার রেখে যাচ্ছি।

তুমি এগুলো সংরক্ষণ করবে

ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে

এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত এ থেকে তোমার নিজের জন্য এবং তোমার সন্তানের জন্য খরচ করবে।

অথবা আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার কাঙ্খিত শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।

অতঃপর ফররুখ তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্যস্থলে চলে গেলেন।

* * *

জিহাদে যাওয়ার কয়েকমাস পরেই ফররুখের স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল।

নবজাত শিশুটি ভারী সুন্দর, অত্যন্ত ফুটফুটে। দর্শকের চক্ষুকে শীতল করে।

ফররুখের স্ত্রীও নবজাত শিশুকে পেয়ে খুবই খুশী হলেন
ভুলে গেলেন তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির কথা।
নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন রবীআ।

* * *

শৈশবেই রবীআর মাঝে শরাফত ও ভদ্রতার আলামত ফুটে উঠল
কথা ও কাজে মেধার পরিচয় প্রকাশ পেতে লাগলো।
তাই রবীআর মা তাকে শিক্ষকদের হাতে তুলে দিলেন।
উত্তম শিক্ষাদান করার জন্য তাদেরকে আবেদন জানালেন
তারবিয়্যত দানকারীদের হাতে সঁপে দিলেন নিজ সন্তানকে।
এবং শিষ্টাচার শিক্ষাদানে তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

অল্পদিন পরেই রবীআ লেখাপড়ায় পারদর্শী হয়ে উঠল। অতঃপর কুরআনুল কারীম মুখস্থ করে ফেললো।

খুব সুন্দর করে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন, যেভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে।

কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্থ করলেন।

আয়ত্ত করলেন আরবী প্রবাদ।
এবং ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে যতদূর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব তা করলেন।

* * *

রবীআর মা সন্তানের শিক্ষকদের এবং তারবিয়্যত দানকারীদেরকে প্রচুর অর্থ দিতে লাগলেন।

তিনি যখনই দেখেছেন তার সন্তানের জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখনই তাঁদের অর্থ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আর স্বামীর অপেক্ষার প্রহর গুনছিলেন। সন্তানকে পিতা-মাতার চোখের মণি করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘদিন ফররুখের কোন খোঁজ খবর নেই। তাঁর সম্পর্কে নানাজন নানা কথা বলছিল।

কেউ বলছে ঃ তিনি শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়েছেন

কেউ বলছে ঃ তিনি আজীবন যুদ্ধেই কাটিয়ে দিবেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা অপর একটি দল বলছে ঃ তিনি শহীদ হয়েছেন। দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকায় রবীআর মায়ের কাছে এই কথাটিই বিশ্বাস যোগ্য বলে মনে হয়েছে। তিনি প্রচন্ড দুঃখ পেলেন

কষ্টে তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালার কাছে তিনি এর প্রতিদান চাইলেন।

* * *

রবীআ সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে।

হিতৈষীগণ তার মাকে বলল ঃ রবীআ যথেষ্ট পরিমাণে পড়া-লেখায় পূর্ণতা অর্জন করেছে ...

সমবয়সী যুবকদের তুলনায় অধিক ইলম হাসিল করেছে

কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেছে

হাদীসে রাসূল বর্ণনা করছে।

সুতরাং আপনি যদি তাকে একটি কাজ যোগাড় করে দিতেন, তবে সে নিখুঁতভাবে কাজ করে তাঁর নিজের জন্য এবং আপনার জন্য প্রচুর লাভ বয়ে আনতো।

আপনাদের ব্যয়ভার বহন করতে পারতো।

কিন্তু রবীআর মা বললেন ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্য উত্তম জীবিকার দুআ করছি।

রবীআ তার জন্য জ্ঞানের পথকেই বেছে নিয়েছে এবং আজীবন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের কাজেই ব্যস্ত থাকার সংকল্প করেছে।

* * *

রবীআ নিজের জন্য বেছে নেয়া পথে বিরামহীন ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

মসজিদে নববীতে দরসের মজলিসে যেতেন

যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সুমিষ্ট পানির সন্ধানে যায়।

বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের দরসে যোগদান করতেন, যাদের মঝে খাদেমে রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সারির তাবেঈদের কাছ থেকেও ইলম হাসিল করতে লাগলেন, যাদের মাঝে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ), মাকহুল শামী (রহঃ) এবং সালামা ইবনে দীনারের (রহঃ) নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি রাতদিন একটানা পরিশ্রম করতে লাগলেন

এ ব্যাপারে কেউ সহানুভূতির কথা বলতে এলে তিনি তাকে বলতেন ঃ আমি বিজ্ঞজনদের বলতে শুনেছি-

إِنَّ الْعِلْمَ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ إِلَّا إِذَا أَعْطَيْتَهُ نَفْسَكَ كُلَّهَا

অর্থাৎ "তুমি তোমার সর্বস্ব বিলিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ইল্‌ম তার কিয়দাংশও তোমাকে দেবে না"।

অল্পদিনের মধ্যেই রবীআর প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

নক্ষত্রের আলোর মত তাঁর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হয়ে গেল

তাঁর শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলল

শিক্ষার্থীদের আনাগোনায় দরসের মজলিস প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল।

গোত্রের লোকেরা তাঁকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিল।

তিনি তাঁর জীবনকে একজন সুষ্ঠু পথপ্রদর্শক ও একজন পূর্ণসংসারধর্মী হিসেবে পরিচালনা করতে লাগলেন।

দিবসের একটা অংশ তিনি তাঁর বাড়িতে পরিবারবর্গের সাথে ব্যয় করতেন, আবার অন্য একটা অংশ মসজিদে নববীতে দরসের মজলিসে কাটিয়ে দিতেন।

তিনি তাঁর জীবনে এমন কতগুলো কাজ করে গেছেন যা ছিল নজির বিহীন।

* * *

এক পূর্ণিমা রাতে ষাট বৎসর বয়সী এক বৃদ্ধ ঘোড়ায় চড়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে উপস্থিত হল

অশ্বারোহী বৃদ্ধটি তাঁর বাড়ির সন্ধান করছিল

ভাবছিল তাঁর বাড়ি কি সেই আগের মতই আছে? নাকি কালের বিবর্তনে তা বদলে গেছে? কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

নিজেই নিজের কাছে জানতে চাইলো, তাঁর স্ত্রী ঐ বাড়িতে কি করছে?

তাঁর স্ত্রীর গর্ভের সন্তানেরই বা কী অবস্থা?

সে কী ছেলে সন্তান প্রসব করেছে, না কন্যা সন্তান প্রসব করেছে?

ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সে কী এখন বেঁচে আছে? না মরে গেছে?

যদি বেঁচে থাকে তবে কেমন আছে? কী করছে?

যুদ্ধলব্ধ সেই বিপুল সম্পদেরই বা কী হয়েছে?।

যে সম্পদ সে বুখারা, সমরকন্দ এবং তার আশপাশের এলাকা জয়ের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ দলের সাথে জিহাদে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল।

মদীনার অলি-গলি রাস্তাঘাটে তখনও লোকদের আনাগোনা।

সবেমাত্র এশার নামায শেষে লোকেরা মসজিদ থেকে যার যার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল।

কিন্তু কেউ এই অপরিচিত ব্যক্তিকে চিনতে পারছিল না

গুরুত্ব দিয়ে কেউ তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলও না

তাঁর ঘোড়ার দিকেও কেউ ভ্রুক্ষেপ করছিল না

কাঁধ থেকে ঝুলে থাকা তরবারির প্রতিও কেউ লক্ষ্য করছিল না। অথচ শহরের লোকেরা মুজাহিদদের সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ওয়াকিফহাল।

কিন্তু তারপরও পরিবারের প্রতি অধিক আগ্রহ এবং সন্দেহের কারণে বৃদ্ধের মাথায় এসব চিন্তা আসছিল।

চিন্তার জগতে দোল খেতে খেতে অশ্বারোহী বৃদ্ধ শহরের অলি-গলিতে বাড়ির সন্ধান করতে করতে হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির দরজা খোলা দেখে আনন্দের আতিশয্যে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নিতে ভুলে গেল। সে দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির আঙ্গিনায় চলে এল।

* * *

বাড়ির মালিক দরজা দিয়ে একজনের প্রবেশের শব্দ শুনে দ্রুত উপর থেকে নেমে এলেন

চাঁদের আলোয় দেখতে পেলেন, এক বৃদ্ধ তরবারি বল্লম কাঁধে ঝুলিয়ে জোরপূর্বক তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। বৃদ্ধকে দেখে রেগে আগুন হয়ে বাড়ির মালিক নগ্নপায়েই তার দিতে তেড়ে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর শত্রু! রাতের অন্ধকারে এখানে কি করছো ?

কেনই বা আমার অন্দর বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করছো ? এ বলে বাড়ির মালিক বৃদ্ধকে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন।

বৃদ্ধকে কথা বলার কোন সুযোগই দিলেন না।

একজন অন্যজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম

তাদের উভয়ের শোরগোল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তাদের হৈ চৈ তীব্র আকার ধারণ করছিল

আওয়াজ শুনে আশপাশের লোকজন বাড়ি অভিমুখে ছুটে এল।

লোকেরা এসে অপরিচিত লোকটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল এবং প্রতিবেশীরা এ ব্যাপারে রবীআকে সহায়তা করছিল।

অবশেষে বাড়ির মালিক বৃদ্ধকে আটকে ফেলল এবং বলল ঃ আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর শপথ, গভর্ণরের কাছে না নিয়ে আমি তোকে ছাড়ব না।

বৃদ্ধ বলল ঃ আমি আল্লাহর শত্রু নই। তাছাড়া আমি কোন অন্যায় করিনি...

এটা আমার বাড়ি এবং আমি এর মালিক।

দরজা খোলা দেখে আমি ভেতরে প্রবেশ করেছি। অতঃপর মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! আমার কথা শোন। এটা আমার বাড়ি। ক্রয়সূত্রে আমি এর মালিক।

হে লোকেরা! আমি ফররুখ, তোমাদের মাঝে কেউ কি ত্রিশ বছর পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়া ফররুখকে চিনতে পারছো না?

এদিকে রবীআর মা ঘুমিয়ে। বাইরের শোরগোল শুনে জেগে উঠলেন...

জানালা দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন তাঁর স্বামী সেখানে উপস্থিত।

ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের মধ্যে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন

বিলম্ব না করেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও।

রবীআ! তাঁকে ছেড়ে দাও।

তাঁকে মুক্ত করে দাও। তিনি তোমার পিতা।

তোমরা সবাই তাঁর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ তোমাদের রহম করুন।

আবু আবদুর রহমান! যার সাথে আপনি ঝগড়া করছেন সে আপনার সন্তান। আপনার কলিজার টুকরো ছেলে

স্ত্রীর কথাগুলো কানে আসতেই ফররুখ রবীআকে জড়িয়ে ধরলেন।

রবীআও পিতাকে আলিঙ্গন করে তাঁর হাতে, গলায়, মাথায় চুমু খেতে

লাগলেন।

লোকেরাও যার যার ঘরে চলে গেল

রবীআর মা নেমে এসে স্বামীকে সালাম করলেন।

তিনি সর্বদা এ বিশ্বাস রাখতেন, ত্রিশটি বৎসর কোন খোঁজ-খবর না থাকলেও একদিন তিনি অবশ্যই তাঁর স্বামীর দেখা পাবেন।

ফররুখ তাঁর স্ত্রীর সাথে কুশল বিনিময় করতে লাগলেন

দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণ খুলে বলতে লাগলেন।

কিন্তু ফররুখের অনেক কথার দিকেই তাঁর স্ত্রীর মনোযোগ ছিল না।

দীর্ঘ বিরতির পর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ, পিতার সাথে পুত্রের মিলনের খুশীর পিছনেও ফররুখের স্ত্রীর ভয় হচ্ছিল সেই বিপুল সম্পদ ব্যয় করার কারণে।

ফররুখের স্ত্রী মনে মনে বলছিলেন ঃ এখন যদি স্বামী আমার কাছে রেখে যাওয়া তার সেই সম্পদের কথা জিজ্ঞেস করেন যা তিনি আমাকে ন্যায় সংগতভাবে খরচ করতে বলেছিলেন।

যদি আমি বলি, তা থেকে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তাহলে তিনি কী ভাববেন?

তিনি কি আমার এ কথায় সন্তুষ্ট হবেন যে, আমি তাঁর রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পদ তারই সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যয় করেছি?

আর এটাই বা কি করে সম্ভব যে, একটি সন্তানের শিক্ষার জন্য ত্রিশ হাজার দীনার খরচ হয়েছে?

তিনি কি একথা বিশ্বাস করবেন, তাঁর সন্তান দান করার ব্যাপারে আকাশের চেয়েও উদার। তাই একটি দীনার বা একটি দিরহামও অবশিষ্ট রাখেনি।

পুরো মদীনাবাসী জানে, রবীআ শহরবাসীর পিছনে হাজার হাজার দীনার ব্যয় করেছে

রবীআর মা এসব চিন্তায় ডুবেছিলেন। হঠাৎ তাঁর স্বামী বলে উঠলেন ঃ আমি আরো চার হাজাব দীনার নিয়ে এসেছি। আর তোমার কাছে রেখে যাওয়া সেই ত্রিশ হাজার দীনারও নিয়ে এসো। এ দিয়ে একটি বাগান বা জমি

কিনব। জীবনের বাকী ক'টা দিন ভালভাবে কাটিয়ে দিব।

ফররুখের স্ত্রী স্বামীর কথাকে এড়িয়ে গেলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

ফররুখ আবার দীনারগুলো চাইলেন বললেন ঃ আমার দীনারগুলো নিয়ে এসো।

এবার ফররুখের স্ত্রী বললেন ঃ আমি তা এক জায়গায় রেখে এসেছি। ইনশাআল্লাহ কিছু দিন পর আমি তা আপনাকে এনে দেব।

মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি তাদের কথাবার্তা থামিয়ে দিল।

ফররুখ উযূ করলেন

দরজার দিকে এগুতে এগুতে বলছিলেন ঃ রবীআ কোথায় ?

পরিবারের লোকেরা উত্তর দিল ঃ তিনি আযানের সাথে সাথেই আপনার আগে মসজিদে চলে গেছেন। মনে হয় আপনি জামাআত পাবেন না।

* * *

ফররুখ মসজিদে প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন ইমাম সাহেব সবেমাত্র নামায শেষ করেছেন। ফররুখ একাকী নামায আদায় করলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকের দিকে গেলেন

রওজায়ে আতহারে সালাম পেশ করলেন

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর ও মিম্বারের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে তাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ ও অতিশয় ব্যাকুলতা ছিল

সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায আদায় করলেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালার দরবারে দুআ করলেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে দেখতে পেলেন মসজিদ চত্বরে একটি ইল্‌মের দরস হচ্ছে যা তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি

লোকদেরকে দেখতে পেলেন, তারা মজলিসের শাইখকে এভাবে ঘিরে ধরেছে যে, সেখানে পা ফেলার অবকাশ নেই।

ফররুখের দৃষ্টি লোকদের মাঝে ঘুরে ফিরছিল।

সেখানে রয়েছে অনেক বয়ঃবৃদ্ধ।

রয়েছে অনেক পৌঢ়, যাদের দেখলে মনে হয় তারা মর্যাদাবান, গণ্যমান্য। রয়েছে অনেক যুবক, যারা হাঁটু গেড়ে বসেছিল। তাদের হাতে আছে কলম। মুক্তা সংগ্রহের ন্যায় তারা সভার বিজ্ঞ ব্যক্তিটির কথাগুলোকে কাগজে লিখে ফেলছিল।

মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণের ন্যায় তাঁর কথাগুলো তারা সংরক্ষণ করছিল

লোকেরা নিষ্পলক নেত্রে মজলিসের শায়খের দিকে তাকিয়েছিল।

একাগ্রচিত্তে শুনছিল তাঁর প্রতিটি কথা, যেন সবার মাথায় পাখী বসেছে।

প্রচারকারীগণ শায়খের কথাকে একটু একটু করে প্রচার করছিলেন। যেন মজলিসে বসা কারো থেকে একটি কথাও বাদ না যায়। চাই সে যত দূরেই বসুক না কেন।

ফররুখ মজলিসের শায়খকে দেখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রচন্ড ভিড় ও শায়খ দূরে থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না।

কিন্তু শায়খের জোড়াল বক্তব্য, গভীর জ্ঞান এবং বিস্ময়কর ধীশক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

শাইখের সামনে লোকদের অনুগত হওয়ার দৃশ্য ফররুখকে হতবাক করে দিয়েছিল।

অল্পক্ষণ পরেই শায়খ তাঁর দরস সমাপ্ত করে উঠে দাঁড়ালেন।

লোকেরা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন

তাঁর নিকট ভির জমালেন এবং তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

এবং তাঁর পিছু পিছু মসজিদের বাইরে এসে তাঁকে বিদায় জানালেন।

ফররুখ তাঁর পাশে বসা একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আচ্ছা বলুনতো এই শায়েখ কে ?

লোকটি বিস্মিত হয়ে ফররুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আপনি কি মদীনাবাসী নন ?

ফররুখ বললেন ঃ অবশ্যই।

লোকটি বলল ঃ মদীনাতে কি এমন একজন লোকও থাকতে পারে যে

ফররুখ বললেন ঃ আমার অপরাধ নেবেন না। যেহেতু তাঁকে আমি চিনি না তাই জিজ্ঞেস করছি। কারণ, গত ত্রিশটি বৎসর আমি মদীনার বাইরে ছিলাম। গতকালই আমি মদীনায় ফিরেছি।

লোকটি বলল ঃ অসুবিধা নেই। আপনি অল্পক্ষণ আমার কাছে বসুন। আমি আপনাকে শায়েখের পরিচয় দিচ্ছি।

অতঃপর বললেন ঃ যে শায়খের বক্তব্য এতক্ষণ আপনি শুনলেন, তাঁর বয়স অল্প হলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ তাবেঈ, মুসলমানদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, মদীনার মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং ইমাম।

ফররুখ বললেন ঃ মাশা আল্লাহ! আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই।

লোকটি বলে যাচ্ছিল ঃ তাঁর মজলিসে মালিক ইবনে আনাস (রহঃ), আবু হানীফা নু'মান (রহঃ), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ), সুফিয়ান সাওরী (রহঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওজাঈ (রহঃ) এবং লাইস ইবনে সা'দের ন্যায় বিজ্ঞ তাবেঈগণ সমবেত হন।

ফররুখ কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু লোকটি তাঁকে বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠল ঃ তা সত্ত্বেও তিনি একজন সৎচরিত্রবান, বিনয়ী এবং দানশীল। শহরবাসী তাঁর তুলনায় অধিক দানশীল, দুনিয়া বিমুখী এবং আখিরাতমুখী আর কাউকে পায়নি।

ফররুখ বললেন ঃ কিন্তু আপনিতো আমাকে এখনও তাঁর নামটাই বলেননি?

লোকটি বলল ঃ তিনি রবীআতুর রায়।

ফররুখ বললেন ঃ রবীআতুর রায়!!

লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, তার নাম রবীআ, কিন্তু শহরের বিজ্ঞজন ও বয়স্করা তাঁকে রবীআতুর রায় বলে ডাকেন। কারণ তাঁরা যখন কোন ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে স্পষ্ট সমাধান না পান তখন তাঁর কাছে আসেন। তিনি তখন এ ব্যাপারে গবেষণা করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিয়াস করে সমস্যার এমন সমাধান দেন যা শুনে সবাই মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়।

ফররুখ তৎক্ষনাত আবার বলে উঠলেন ঃ আপনি তো আমাকে তাঁর বংশের পরিচয় দেননি?

লোকটি বলল ঃ তিনি হলেন রবীআ ইবনে ফররূ যার উপনাম আবু আবদুর রহমান। তাঁর পিতা জিহাদে যাওয়ার পর তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে তুলেছেন। নামাযের পূর্বে আমি লোকদেরকে বলাবলি করতে শুনেছি, তারা বলছিল– তাঁর পিতা নাকি গতরাতে ফিরে এসেছেন।

লোকটির কথাগুলো শোনার পর ফররুখের দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এর কারণ ঐ লোকটি বুঝতে পারেনি।

ফররুখ পায়ে পায়ে তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। রবীআর মা তাঁর স্বামীর চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রবীআর পিতা! আপনার কী হয়েছে ?

ফররুখ উত্তর দিলেন ঃ ভালই হয়েছে। আমি আমাদের সন্তান রবীআকে জ্ঞান, গৌরব আর মর্যাদার এমন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত দেখেছি, যেখানে ইতিপূর্বে আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি।

রবীআর মা সুযোগটিকে গনীমত মনে করে বললেন ঃ দু'টির কোনটি আপনার কাছে অধিক প্রিয় ? ত্রিশ হাজার দীনার না জ্ঞান ও মর্যাদার এই উচ্চাসন, যেখানে আপনার সন্তান আজ অবস্থান করছে ?

ফররুখ বললেন ঃ আল্লাহর শপথ। জ্ঞান ও মর্যাদার এই উচ্চাসনই আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান।

রবীআর মা বললেন ঃ আমি আপনার রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পদ তার পিছনেই ব্যয় করেছি। আমি যা করেছি তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ?

ফররুখ বললেন ঃ অবশ্যই।

আমার পক্ষ থেকে, রবীআর পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেয়া হোক।

হযরত রজা' ইবনে হায়ওয়াহ (রহঃ)

"কিন্দা নগরীতে তিনজন লোক এমন রয়েছে
যাদের কারণে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য অবতীর্ণ
করেন, শত্রুদের উপর তাদের জয়ী করেন,
তাদের একজন হলেন,
রজা' ইবনে হায়ওয়াহ"

-মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক

হযরত রজা' ইবনে হায়ওয়াহ (রহঃ)

তাবেঈদের যুগে তিনজন মানুষ ছিলেন নজির বিহীন। তাঁদের দৃষ্টান্ত কেবল তাঁরাই।

যেন তাঁরা এক সময়েই মিলিত হয়েছেন।

সত্য ও ধৈর্যের বাণী প্রচার করেছেন।

কল্যাণ ও সৎকাজের আদেশ করেছেন।

তাঁদের জীবনকে তাঁরা তাক্ওয়া এবং ইল্মের পিছনে পরিচালিত করেছেন।

নিজেদেরকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সর্বপ্রকার মুমিনের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, তারা হলেন–

১. ইরাকে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন

২. হেজাযে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর।

৩. সিরিয়ায় রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্।

এসো আমরা এই তিন মহা মনীষীর মধ্যে রজা' ইবনে হায়ওয়াহর জীবনের কয়েকটি বর্ণীল মুহূর্ত নিয়ে আলোচনা করি।

* * *

রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্ ফিলিস্তীনের 'বিসান' নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

আমীরুল মু'মিনীন যুন্নূরাইন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) এর খেলাফতের শেষের দিকে তিনি জন্মলাভ করেন।

আরবের 'কিন্দা' গোত্রে তিনি বেড়ে ওঠেন।

তা সত্ত্বেও রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্ ফিলিস্তীনের নাগরিক। মূলতঃ তিনি আরবের অধিবাসী, কিন্তু গোত্র পরিচয় হিসেবে তাকে কিন্দীও বলা হয়।

* * *

শৈশব থেকেই রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্ আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যের মাঝে বেড়ে ওঠেন। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ভালবেসেছেন এবং সৃষ্টির কাছেও তাঁকে প্রিয়ভাজন করে তুলেছেন।

শিশুকাল থেকেই রজা' জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তাঁর হৃদয়ও স্বচ্ছ-নির্মল ও মুক্ত থাকায় সহজেই ইল্ম সেখানে স্থান করে নেয় এবং স্থির হয়ে যায়।

তিনি তাঁর শিক্ষাকালের একটা বিরাট সময় ব্যয় করেছেন কুরআনুল কারীমের পিছনে গবেষণা করে এবং হাদীসের ভাণ্ডারের তালাশে।

ফলে তাঁর চেতনাশক্তি কুরআনের আলোয় বিকশিত হয়েছে।

তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নবুওয়াতের আলোয় আলোকিত হয়েছে।

তাঁর অন্তর উপদেশ ও প্রজ্ঞায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْراً كَثِيْراً

অর্থাৎ, যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

মহান সাহাবীদের একটি বিরাট দলের কাছ থেকে তাঁর ইল্ম অর্জনের সুযোগ হয়েছে। যাদের মধ্যে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), হযরত আবু দারদা (রাযিঃ), হযরত আবু উসামা (রাযিঃ), হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ), হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) এবং হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযিঃ) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা ছিলেন তাঁর জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

আত্মপরিচয় লাভের ক্ষেত্রে মশাল স্বরূপ।

* * *

যুবক রজা' ইবনে হায়ওয়াহ সর্বদাই নিজের সাথে কাগজের একটি টুকরো রাখতেন, যার বিষয়বস্তু তিনি সর্বদা মেনে চলতেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করতেন। বলতেন

সেই ইসলাম কতইনা সুন্দর যাকে ঈমাণ সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে

সেই ঈমান কতইনা সুন্দর যাকে তাক্ওয়া সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে

সেই তাক্ওয়া কতইনা সুন্দর যাকে ইল্ম সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে ...

সেই ইল্ম কতইনা সুন্দর যাকে আমল সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে।

সেই আমল কতইনা সুন্দর যাকে অন্তরের কোমলতা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে।

* * *

বনী উমাইয়ার খেলাফতের সময়ে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলের শুরু থেকে উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত রজা' ইবনে হায়ওয়াহ বেশ কিছু খলীফার উযীর ছিলেন। কিন্তু সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যা অন্যান্য খলীফাদের সাথে ছিল না।

* * *

তাঁকে যে বিষয়গুলো বনী উমাইয়ার খলীফাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সহায়তা করেছিল তা হল–

মতামতের ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতা

কথাবার্তার ক্ষেত্রে তাঁর সত্যবাদিতা

ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠা

জটিল বিষয়ের সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা।

এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে ছিল তার অনাগ্রহ। অথচ এ ব্যাপারে সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

* * *

বনী উমাইয়ার খলীফাদের সাথে তাঁর হৃদ্যতা তৈরি হয়েছে তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিরাট দয়া ও অনুগ্রহের কারণে। কারণ, তিনি তাদের কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন

তাঁদেরকে মঙ্গলের পথ দেখিয়েছেন

অকল্যাণ থেকে তাঁদের দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন

তাঁদের সত্যের পথ দেখিয়েছেন এবং সত্যপথকে তাঁদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন

অন্যায় ও অপরাধ সম্পর্কে তাদের সজাগ রেখেছেন এবং তা পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি এ সকল কারণে আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং সকল মুসলমানের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

রজা' ইবনে হায়ওয়াহর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই তাঁকে খলীফাদের সাথে মেলামেশার পথ সুগম করে দিয়েছে, তাঁদের সামনে তার গুরুত্ব ফুটে উঠছে।

রজা' ইবনে হায়ওয়াহ নিজেই বর্ণনা করেন ঃ আমি একবার সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের সাথে লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ভিড় ঠেলে একজন লোক আমাদের দিকে আসার চেষ্টা করছে। লোকটি ছিল সুন্দর সুশ্রী চেহারার অধিকারী। ক্রমশঃ সে লোকদের সারি ভেঙ্গে সামনে আসছিল। আমি ভেবেছিলাম, সে খলীফার উদ্দেশ্যে আসছে। ইতিমধ্যে সে আমার কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তারপর আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল ঃ হে রজা'! এই লোকটির জন্য তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। এ বলে তিনি খলীফার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তার নৈকট্যে হয়ত বিরাট লাভ আছে অথবা বিরাট ক্ষতি আছে। কাজেই তুমি তার নিকটবর্তী হওয়াকে তোমার জন্য, তাঁর জন্য এবং সকল মানুষের জন্যই লাভজনক করে নিও।

হে রজা'! আরো জেনে রেখো! বাদশাহর হৃদয়ে যার শ্রদ্ধা থাকবে অতঃপর সে কোন দুর্বল মানুষের প্রয়োজনের কথা বাদশাহর নিকট উত্থাপিত

করবে যা সে উত্থাপন করতে পারছিল না। কিয়ামত দিবসে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে আর তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে।

সে বলল ঃ হে রজা'! তুমি স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। হে. রজা'! একথাও জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হল কোন মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ দেয়া।

তাঁর কথাগুলো আমি যখন ভেবে দেখছিলাম এবং অপেক্ষা করছিলাম, সে আমাকে আরো কিছু বলুক। ঠিক তখন খলীফা ডাকলেন রজা' ইবনে হায়ওয়াহ কোথায়?

আমি খলীফার দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ আমিরুল মু'মিনীন! এই তো আমি এখানে।

তিনি আমাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার কথার উত্তর দিয়েই সেই লোকটির দিকে তাকালাম। কিন্তু তাঁকে আর পেলাম না।

ঐ জায়গার আশে-পাশেও কতক্ষণ তাঁকে খুঁজলাম কিন্তু মানুষের মাঝে তার আর কোন চিহ্নই পেলাম না।

* * *

বনী উমাইয়ার খলীফাদের সাথে রজা' ইবনে হায়ওয়াহর এমন কতগুলো আলোচনার বৈঠক হয়েছে, ইতিহাসের পাতা যেগুলোকে আজ পর্যন্ত গর্বের সাথে ধারণ করে আছে। পরম্পরাসূত্রে আজও পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তী বংশধরেরা তা বর্ণনা করে আসছে।

একদিন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দরবারে এক ব্যক্তির আলোচনা চলছিল। সে বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে খারাপ ও অশ্লীল কথা বলল। খলীফাকে আরো বলা হল ঃ সেই লোক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সমর্থক এবং তার বিজয় কামনা করে। ঐ নিন্দুক খলীফার কাছে তার বিরুদ্ধে আরো এমন কতগুলো কথা ও কাজের বর্ণনা দিল যা খলীফার ক্রোধকে উস্কে দিল।

খলীফা বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যদি আমাকে ক্ষমতা দান করেন তবে তার বিরুদ্ধে আমি এই এই ব্যবস্থা নিব। অবশ্যই আমি তার শিরচ্ছেদ করব।

বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি, খলীফার লোকেরা তাকে হাতের কাছে পেয়ে গেলেন এবং তাকে ধরে খলীফার কাছে নিয়ে আসা হল।

খলীফার দৃষ্টি লোকটির উপর পড়ার সময় তিনি যেন রাগে ফেটে পড়ছিলেন।

তিনি তার ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলেন।

তখন রজা' ইবনে হায়ওয়াহ তার নিকট দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে আপনার পছন্দনুযায়ী ক্ষমতা দান করেছেন।

তবে আপনি আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দনুযায়ী ক্ষমাকে গ্রহণ করুন

এতে খলীফার মন গলে গেল

তাঁর রাগও পড়ে গেল

লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন।

তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

এবং তার সাথে ভাল আচরণ করলেন।

* * *

একানব্বই হিজরীতে অলীদ ইবনে আবদুল মালিক হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্।

তারা উভয়ে যখন মদীনা পৌঁছে মসজিদে নববী যিয়ারত করছিলেন, তখন তাদের সঙ্গী হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

খলীফার ইচ্ছা ছিল মসজিদে নববীকে আরো খোলামেলা প্রসস্ত করার।

তাই তিনি তা সম্প্রসারণ করে দু'শ গজ লম্বা ও দু'শ গজ চওড়া করার মনস্থ করলেন।

এ কারণে সমস্ত লোককে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হল, যাতে খলীফা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন।

মসজিদে নববীতে সাঈদ ইবনে মুসইয়াব (রহঃ) ব্যতিত আর কেউ ছিল না। কারণ তাকে বের করার সাহস কেউ করছিল না।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (তখন তিনি মদীনার গভর্ণর) একজন লোককে পাঠালেন। লোকটি সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) এর কাছে গিয়ে বলল ঃ লোকদের ন্যায় আপনিও যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বললেন ঃ প্রতিদিন আমি যে সময় বের হই আজও ঐ সময়ই বের হবো। তার আগে নয়।

তাকে আবার বলা হল ঃ যদি আপনি দাঁড়িয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে সালাম করতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বললেন ঃ আমি এখানে এসেছি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) তার পাঠানো লোকটি ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) এর মাঝের আলোচনা বুঝতে পেরে খলীফাকে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন।

অন্যদিকে রজা' ইবনে হায়ওয়াহ্ কথাবার্তায় খলীফাকে ব্যস্ত রাখছিলেন। কারণ, তারা উভয়েই খলীফার ক্রোধের তীব্রতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

অতঃপর খলীফা অলীদ ইবনে আবদুর মালিক তাদেরকে বললেন ঃ এই ব্যক্তি কে?

তিনি কি সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব নন?

তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব।

এ বলে তারা উভয়ই খলীফার কাছে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) এর দ্বীনদারী, ইল্‌ম, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাক্‌ওয়া সম্পর্কে অনেক গুণগান করলেন।

তাঁরা আরো বললেন ঃ যদি তিনি আমীরুল মু'মিনীনের মর্যাদার কথা জানতেন তবে তিনি অবশ্যই উঠে এসে সালাম করতেন, কিন্তু তিনি ভাল দেখতে পান না।

অলীদ বললেন ঃ তোমাদের দু'জনের মত আমি ও তাঁর কথা জানি।

আমারই উচিৎ তাঁর কাছে যাওয়া এবং তাঁকে সালাম দেয়া।

অতঃপর মসজিদে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন এবং সালাম জানিয়ে বললেন ঃ জনাব কেমন আছেন ?

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) তার জায়গা থেকে না উঠেই বললেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহে ভাল আছি। তার জন্যই সকল প্রশংসা। আমীরুল মু'মিনীন কেমন আছেন ? আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে তার পছন্দনুযায়ী কাজ করার তাওফীক দান করুন।

অলীদ ফিরে যেতে যেতে বলছিলেন ঃ মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ইনিই বেঁচে আছেন।

এই উম্মতের যারা গত হয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে ইনিই বেঁচে রয়েছেন।

* * *

খেলাফতের দায়িত্ব যখন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের নিকট আসল, অন্যান্য খলীফাদের তুলনায় তিনি রজা' ইবনে হায়ওয়াহকে অধিক মর্যাদা দিতেন ও সম্মানে ভূষিত করতেন।

খলীফা সুলাইমান তার উপর অত্যন্ত নির্ভর করতেন এবং তাঁকে বিশ্বাস করতেন। ছোট বড় সকল কাজে তার মতামত নিতেন।

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের সাথে রজা' ইবনে হায়ওয়ার অনেক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মুসলমানদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার হল সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের পর খলীফা হওয়ার ব্যাপারটা এবং উমর ইবনে আবদুল আযীযের জন্য বায়আত গ্রহণ করার ব্যাপারটা।

* * *

রজা' ইবনে হায়ওয়াহ বর্ণনা করেন ঃ নিরানব্বই হিজরীর সফর মাসের প্রথম জুমুআয় আমরা আমীরুল মু'মিনীন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের সাথে দাবেক শহরে ছিলাম, তখন তিনি কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে তার ভাই মাস্‌লামা ইবনে আবদুল মালিকের নেতৃত্বে বিরাট একটি সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন। সেনাদলের সাথে খলীফাপুত্র দাউদ এবং তার পরিবারের একটি বড় দলও ছিল।

সেনাদলের প্রতিটি সদস্যের কাছ থেকে তিনি শপথ নিয়েছিলেন। তারা 'দাবেক' শহর ছাড়বে না যাবত না কনস্টন্টিনোপল বিজয় হয় অথবা সবাই শাহাদাৎ বরণ করে।

জুমুআর নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে খলীফা উযূ করলেন
সবুজ রংয়ের একটি জামা পড়লেন
মাথায় সবুজ পাগড়ী বাঁধলেন
আয়নায় যৌবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ নয়নে নিজেকে দেখছিলেন
অথচ তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়
কিন্তু জুমআর নামায শেষ করে তিনি জরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন।
দিনের পর দিন তাঁর রোগ বেড়েই চলছিল
তিনি আমাকে প্রায় যেতে বলতেন
একবার আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি কি যেন লিখছেন
আমি বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন! কি করছেন ?

খলীফা বললেন ঃ আমি আমার পরবর্তী খলীফা আমার ছেলে আইউবকে বানিয়ে এ মর্মে অসীয়তনামা লিখছি।

আমি বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন! যে কারণে খলীফা কবরে নিরাপদ থাকবেন, তার প্রতিপালকের কাছে দায়িত্বমুক্ত হবেন তা হল একজন যোগ্য, সৎ ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করে যাওয়া।

আপনার ছেলে আইউব এখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি। তাছাড়া তার যোগ্যতারও বিকাশ ঘটেনি।

খলীফা তারপরও বললেন ঃ তথাপিও আমি তাকে খেলাফতের দায়িত্বে নিয়োগ করছি।

তার জন্য আল্লাহর কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইনি।

অতঃপর তিনি কাগজটি ছিড়ে ফেললেন।

এর দু'একদিন পর তিনি আবার আমাকে ডেকে বললেন ঃ আবুল মেকদাম! আমার ছেলে দাউদের ব্যাপারে আপনার কি মত?

আমি বললাম ঃ সে মুসলিম বাহিনীর সাথে কনস্টান্টিলোপলে রয়েছে। আর আপনি জানেন না সে কি এখন বেঁচে আছে, না শহীদ হয়েছে।

খলীফা বললেন ঃ হে রজা'! তাহলে আপনি খলীফা হিসেবে কাকে চাচ্ছেন?

আমি বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো আপনিই নিবেন। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম, খলীফা যার কথাই বলবেন। একজন একজন করে সবার কথাই আমি নাকচ করে দেব। যাবত না উমর ইবনে আবদুল আযীযের প্রস্তাব আসে।

খলীফা বললেন ঃ উমর ইবনে আবদুল আযীযকে আপনার কেমন মনে হয়?

আমি বললাম ঃ তাকে আমি একজন আলিম, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক বলেই জানি।

খলীফা বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। নিশ্চয়ই তাই হবে। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্বে তাকে নিয়োগ করে আব্দুল মালিকের সন্তানদেরকে বঞ্চিত করলে ফেৎনা সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা তাকে ছেড়ে দেবে না।

আমি বললাম ঃ খেলাফতের দায়িত্বে আবদুল মালেকের সন্তানদের একজনকে অংশীদার করে দিন, যে তারপর খলীফা হবে।

খলীফা বললেন ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। এতে ফেৎনার আশঙ্কা প্রশমিত হবে এবং আবদুল মালিকের সন্তানরাও খুশী হবে।

অতঃপর খলীফা কাগজ নিয়ে লিখলেন ঃ পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এই চিঠি আমীরুল মু'মিনীন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে উমর ইবনে আবদুল আযীযকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আমি আমার পর

তাকে খলীফা নির্বাচন করে যাচ্ছি এবং তারপর ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালিককে খলীফা নির্বাচন করছি।

তোমরা তার কথা শুনবে।

তার আনুগত্য করবে।

আল্লাহকে ভয় করবে।

পরস্পরে দ্বিমত পোষণ করবে না।

তাহলে সুযোগসন্ধানীরা সুযোগ খুঁজবে।

এ কথাগুলো লিখেই খলীফা তার চিঠিতে মোহর মারলেন এবং তা আমার হাতে দিলেন।

অতঃপর তিনি সেনাপ্রধান কা'ব ইবনে হাযেমের নিকট লোক পাঠালেন এবং তাকে বললেন ঃ তুমি আমার পরিবারের সদস্যদের ডেকে বল, তারা যেন সমবেত হয়।

তাদের এ কথা জানিয়ে দাও যে, রজা' ইবনে হায়ওয়াহর হাতে যে চিঠি রয়েছে তা আমার লেখা চিঠি।

তাদেরকে আরো বলবে, চিঠিতে যার নাম লেখা রয়েছে তার হাতে যেন তারা বায়আত গ্রহণ করে।

রজা' বলেন, তারা সমবেত হলে আমি তাদের বললাম ঃ এটা আমীরুল মু'মিনীনের চিঠি। এতে তিনি তারপর কে খলীফা হবেন তা নির্বাচন করেছেন। আমাকে এ মর্মে আদেশ করেছেন, যাতে আপনাদের কাছ থেকে পরবর্তী খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করি।

তারা বলল ঃ আমরা অবশ্যই খলীফার কথা শুনব এবং পরবর্তী খলীফার আনুগত্য করব।

খলীফার পরিবারের সদস্যরা খলীফার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমাকে অনুমতি নিতে বললেন।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে।

পরিবারের সদস্যরা খলীফার নিকট গেলে খলীফা তাদের বললেন ঃ রজা' ইবনে হায়ওয়াহর হাতে যে চিঠি রয়েছে তা আমার লেখা।

এতে আমি আমার পর কে খলীফা হবে তা নির্বাচন করেছি।

কাজেই যাকে আমি খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েছি, তোমরা তার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে এবং চিঠিতে আমি যার নাম লিখেছি তোমরা তার বায়আত গ্রহণ কর।

পরিবারের সদস্যরা একজন একজন করে বায়আত করতে লাগলেন।

আমি মোহর লাগানো চিঠি নিয়ে বের হয়ে আসলাম, যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি এবং আমীরুল মু'মিনীন ছাড়া সৃষ্টির আর কেউ জানে না।

লোকেরা চলে যাওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আযীয এসে আমাকে বললেন ঃ আবুল মেকদাম! আমীরুল মু'মিনীন আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা করেন।

তিনি তাঁর মহানুভবতা ও নির্মল ভালবাসার কারণে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

আমি শংকিত, তিনি হয়ত খেলাফতের এই দায়িত্বে আমাকে নির্বাচন করতে পারেন। যদি তাই হয় তবে আপনাকে আমি আমার মর্যাদা ও ভালবাসার শপথ করে বলছি, আপনি আমাকে আমীরুল মিনীনের চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করুন, যেন সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমি তা থেকে অব্যাহতি নিতে পারি।

আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছেন তার এক বর্ণও আমি আপনাকে বলতে পারব না।

উমর ইবনে আবদুল আযীয রেগে আমার নিকট থেকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর হিশাম ইবনে আবদুল মালিক আমার নিকট এসে বললেন ঃ নিশ্চয় আপনি আমাকে সম্মান করেন ও ভালবাসেন এবং আমার প্রতি আপনার বিরাট অনুগ্রহ আছে। আপনি আমাকে আমীরুল মু'মিনীনের চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করুন। যদি আমীরুল মু'মিনীন আমাকে মনোনিত করে থাকেন তবে আমি কিছু বলব না।

আর যদি অন্য কাউকে মনোনিত করে থাকেন তবে আমি বলব, আমার মত যোগ্য আর কে আছে, যাকে একাজের জন্য মনোনিত করবেন? আমি আপনাকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, কখনো আপনার নাম আমি বলব না।

আমি তাকে বললাম ঃ আল্লাহ্ শপথ করে বলছি, আমীরুল মু'মিনীন যে বিষয় গোপন রেখেছেন তার এক বর্ণও আমি আপনাকে অবহিত করব না।

হিশাম ইবনে আবদুল মালিক হাত চাপড়াতে চাপড়াতে ফিরে গেলেন এবং বলছিলেন ঃ যদি আমাকে না দেয়া হয় তবে কাকে দেয়া হবে এই দায়িত্ব ? আবদুল মালিকের বংশধরের হাতছাড়া হয়ে যাবে এই দায়িত্ব ?

আল্লাহর শপথ, আমিই বর্তমানে আবদুল মালিকের সন্তানদের মধ্যে বড়।

তারপর আমি সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের নিকট গেলাম। তখন তার মৃত্যু প্রায় আসন্ন। মৃত্যু যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেন।

আমি তাকে কিবলামুখী করে দিলাম।

খলীফা স্থির চিত্তে আমাকে বললেন ঃ রজা' এখনও সময় হয়নি।

দুই দুই বার আমি তা করলাম।

তৃতীয়বার কিবলামুখী ফিরিয়ে দেয়ার পর খলীফা বললেন ঃ রজা' এখন সময় হয়েছে। যদি তুমি কিছু করতে চাও করতে পারো।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আমি খলীফাকে কিবলামুখী করে দিলাম।

তার আত্মাও শান্ত হয়ে গেল।

* * *

আমি খলীফার চোখ বন্ধ করে দিলাম। সবুজ একটি চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম এবং দরজা বন্ধ করে বের হয়ে গেলাম। খলীফার অবস্থা জানতে চেয়ে খলীফার স্ত্রী আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং খলীফাকে দেখতে চাইলেন।

আমি দরজা খুলে দিয়ে লোকটাকে বললাম ঃ ঐ দেখ, দীর্ঘ জাগরণের পর খলীফা কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছেন। তাকে ঘুমোতে দাও।

লোকটি ফিরে গিয়ে খলীফার স্ত্রীকে সংবাদ দিল। খলীফার স্ত্রীও মেনে নিলেন।

তিনি বিশ্বাস করলেন খলীফা ঘুমিয়েছেন।

অতঃপর আমি ভাল করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দরজার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য পাহারাদার বসালাম।

পাহারাদারকে বলে দিলাম, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও যেন সে এখান থেকে না সরে।

এবং কেউ যেন খলীফার নিকট যেতে না পারে, সে যেই হোক।

আমি বের হলে লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমীরুল মু'মিনীন এখন কেমন আছেন?

আমি বললাম ঃ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আজই তিনি সবচেয়ে সুস্থ ও শান্ত।

লোকেরা বলল ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

অতঃপর আমি আমীরুল মু'মিনীনের পরিবারের সদস্যদের সমবেত করার জন্য সেনাপ্রধান কা'ব ইবনে হাযেমের নিকট লোক পাঠালাম।

খলীফার পরিবারবর্গ সবাই দাবেক মসজিদে একত্রিত হলে আমি তাদের বললাম ঃ আমীরুল মু'মিনীনের চিঠিতে যার নাম লেখা রয়েছে আপনারা তার বায়আত গ্রহণ করুন।

পরিবারের লোকেরা বলল ঃ আমরা তো একবার বায়আত গ্রহণ করেছি, আবারও বায়আত গ্রহণ করব?

আমি বললাম ঃ এটা আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ। খলীফার পরিবার খলীফার নির্দেশ মত বায়আত গ্রহণ করলেন এবং খলীফা যাকে নির্বাচন করেছেন তারও বায়আত গ্রহণ করলেন

তারা একজন একজন করে বায়আত গ্রহণ করলেন। আমি যখন বুঝলাম, আমি আমার কাজে সফল হয়েছি, আমি বললাম ঃ আপনাদের খলীফা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চিঠি পড়ে শোনালাম। উমর ইবনে আবদুল আযীযের নাম শুনেই হিশাম ইবনে আবদুল মালিক বলে উঠলেন। আমি কখনো তার হাতে বায়আত করব না।

আমি বললাম ঃ বায়আত গ্রহণ করুন, না হয় আমি আপনাকে হত্যা করব।

তিনি ধীরে ধীরে উমর ইবনে আবদুল আযীযের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (তিনি এ আয়াত পড়ছিলেন আবদুল মালিকের সন্তানদের থেকে খেলাফতের দায়িত্ব হাতছাড়া হওয়ার কারণে)

উমর ইবনে আবদুল আযীযও বললেন ঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (তিনি পড়ছিলেন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে খেলাফতের এ দায়িত্ব দেয়ার কারণে।)

এই বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে নতুন করে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন।

দ্বীনের স্তম্ভকে সমুন্নত করলেন।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের জন্য সুসংবাদ, কারণ একজন সৎ, যোগ্য ব্যক্তিকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে আল্লাহ তায়ালার সামনে তিনি দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন।

মঙ্গল হোক রজা' ইবনে হায়ওয়াহর ন্যায় বন্ধুত্বের। কারণ তিনি আল্লাহ, রাসূল এবং সকল মুসলমানের কল্যাণে কাজ করেছেন।

হযরত আমের ইবনে শুরাহ্বীল শা'বী

"শা'বী ছিলেন বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী
অত্যন্ত সহনশীল এবং ইসলামের
এক বিরাট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত"

-হাসান বসরী (রহঃ)

হযরত আমের ইবনে শুরাহ্বীল শা'বী

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এর খেলাফত কালের ছ'বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরই মাঝে ক্ষীণকায়, ছোট খাট একটি নবজাত শিশুর জন্ম হয়েছে।

কারণ, নবজাত শিশুটি ও তার ভাই একই সাথে তাদের মায়ের গর্ভে এসেছে।

তাই নবজাত শিশুটিকে পূর্ণমাত্রায় বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে ইল্‌ম, সহনশীলতা, ধীশক্তি, বোধশক্তি এবং আবিষ্কারের যোগ্যতার ক্ষেত্রে কেউ তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে আসে নি।

তিনি হলেন আমের ইবনে শুরাহ্বীল হিময়ারী।

তিনি শা'বী নামে পরিচিত।

সমকালীন মুসলমানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

* * *

শা'বী (রহঃ) কুফাতে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং কুফাতেই বেড়ে উঠেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মদীনা মুনাওয়ারাতেই ছিল তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মার সান্ত্বনা।

তাই প্রায়ই ছুটে যেতেন মহান সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য...

তাঁদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংগ্রহের জন্য

সাহাবায়ে কেরামও তেমনি কুফাতে ছুটে আসতেন জিহাদে যোগদানের জন্য।

অথবা সেখানে বসবাসের জন্য।

এ কারণে তার পাঁচশ'রও বেশী সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

যে সব মহান সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ), হযরত সা'দ ইবনে আ'বী ওয়াককাস (রাযিঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ), হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ), হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযিঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) প্রমুখ।

* * *

শা'বী (রহঃ) ছিলেন-পূর্ণ যুবক, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সচেতনতাবোধ, তীক্ষ্ম মেধা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী এবং স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তির ক্ষেত্রে নজির স্থাপনকারী।

তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ আমি কখনো সাদা কাগজের বুকে কলমের আঁচড় দেয়ার প্রয়োজন মনে করিনি।

কারো থেকে একটি হাদীস শোনামাত্রই তা মুখস্থ করে ফেলেছি।

কারো থেকে একটি কথা শোনার পর তার কাছে কথাটি পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করিনি।

যুবক শা'বী ইলমের সাথে সম্পর্ক গড়েছিলেন।

এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান পিপাসু ছিলেন।

এ দুটি বিষয়ের পিছনেই নিজের সত্ত্বা ও সম্পদ ব্যয় করেছেন। এ কারণেই কষ্টসাধ্য অনেক ব্যাপারকে সহজসাধ্য করে তুলেছেন।

শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ যদি একজন মানুষ সিরিয়া থেকে ইয়ামান পর্যন্ত সফর করে একটি কালিমা শিখে, যা তাকে ভবিষ্যতে উপকৃত করবে, তবে আমি মনে করি তার সফর বৃথা যায়নি।

শা'বী (রহঃ) তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে বলেন ঃ সবচেয়ে কম আমি যা শিখেছি তা হল কবিতা। তথাপিও আমি যদি চাই ধারাবাহিকভাবে এক মাস কবিতা আবৃত্তি করবো তবে পুনরাবৃত্তি ছাড়াই আমি তা করতে পারব।

কুফার জামে মসজিদে তাঁর একটি দরসের মজলিস হতো। দলে দলে লোক তাঁকে ঘিরে একত্রিত হত।

যে সকল সাহাবায়ে কেরাম তখনও জীবিত ছিলেন, তারাও লোকদের সাথে বসতেন।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) শা'বীকে বলতে শুনছিলেন, শা'বী লোকদেরকে জিহাদের বিভিন্ন ছোট ছোট খুটিনাটি ঘটনা শোনাচ্ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) শা'বীর (রহঃ) কথা শুনে বিস্মিত হলেন, তিনি বলেন ঃ তার কতক জিহাদে আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম।

শা'বীর বলা কিছু ঘটনা আমি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, নিজ কানে শুনেছি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও শা'বী আমার চেয়েও সুন্দর করে বর্ণনা করছিলেন।

শা'বীর (রহঃ) ইলমের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত।

তাঁর মেধার আওতা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

এজন্যই তিনি বলেন ঃ একবার দু'ব্যক্তি নিজেদের বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করতে করতে আমার নিকট আসল। তাদের একজন বনু আমের গোত্রের, অপরজন বনু আসাদ গোত্রের।

বনু আমের গোত্রের লোকটি তার প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্থ করে ফেলছিল। তার প্রতিপক্ষের উপর বিতর্কে জয়ী হচ্ছিল এবং তার কাপড় ধরে টেনে আমার নিকট নিয়ে আসছিল।

এদিকে বনু আসাদ গোত্রের লোকটি তার প্রতিপক্ষের সামনে অপদস্ত হচ্ছিল আর বলছিল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

বনু আমের গোত্রের লোকটি বলছিল ঃ আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ না শা'বী আমার স্বপক্ষে তোমার বিরুদ্ধে ফায়সালা না করে ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়ব না।

আমি বনু আমের গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি বনু আসাদ গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম

ঃ তুমি কেন তার সামনে অপমান-অপদস্ত হচ্ছো। তোমাদের গোত্রের রয়েছে গর্ব করার মত ছয়টি বিষয় যা আরবের অন্য কোন গোত্রের নেই।

প্রথমঃ তোমাদের রয়েছে এমন একজন রমনী যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন সৃষ্টিকুল শিরোমনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। অতঃপর আল্লাহ তাদের বিয়ে দিয়েছেন সাত আকাশের উপরে।

আর উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন জিব্রাইল (আঃ)।

তিনি হলেন, উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ)।

এ গর্ব তোমাদের সম্প্রদায়ের যা আরবের অন্য কোন গোত্রের নেই।

দ্বিতীয়ঃ তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন লোক পৃথিবীতে বিচরণ করে ও জান্নাতের অধিবাসী হয়ে গেছেন। তিনি উকাশা ইবনে মুহসিন (রাযিঃ)।

বনু সাদ! এই গৌরব একমাত্র তোমাদের যা আর কোন সম্প্রদায়ের নেই।

তৃতীয়ঃ ইসলামের ঝান্ডা সর্ব প্রথম তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকের মাধ্যমেই উড্ডয়ন করা হয়। তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিঃ)

চতুর্থঃ ইসলামে সর্বপ্রথম তোমাদের মাঝেই গণীমত বন্টন করা হয়।

পঞ্চমঃ ইসলামের সর্বপ্রথম বায়আত বায়আতে রিদওয়ানে তোমাদের লোকই যোগদান করেছিল। তোমাদের সম্প্রদায়ের আবু সিনান ইবনে ওহাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হস্ত সম্প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কিসের ব্যাপারে তুমি বায়আত করবে।

আবু সিনান বললেন ঃ আপনার অন্তরে যা আছে তার উপর বায়আত করব।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমার অন্তরে কি আছে ?

আবু সিনান বললেন ঃ বিজয় অথবা শাহাদাৎ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো।

অতঃপর আবু সিনান বায়আত গ্রহণ করলেন।

ষষ্ঠঃ বদরের মুহাজিরদের মধ্যে সপ্তমাংশ তোমাদের বনী আসাদ গোত্রের।

শা'বীর (রহঃ) কথা শুনে বনী আমের গোত্রের লোকটি হতবাক ও নিরুত্তর হয়ে গেল।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শা'বী (রহঃ) শুধুমাত্র শক্তিশালী জয়লাভকারীর উপর একজন দুর্বল পরাজিত ব্যক্তিকে সহায়তা করেছেন।

বনী আমের গোত্রের লোকটিও যদি অপদস্তের শিকার হত তবে তাকেও তার সম্প্রদায়ের এমন সব গৌরব গাথা শোনাতেন যা সে জানত না।

* * *

খেলাফতের দায়িত্ব আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট এলে তিনি ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট পত্র লিখলেন যেন সে দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গলকামী একজন লোককে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেয়, যাকে খলীফা একান্ত সহকারী অথবা উপদেষ্টা বানাবেন।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শা'বীকে (রহঃ) পাঠাল।

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে একান্ত সহকারী বানালেন।

বিভিন্ন কঠিন ব্যাপারে শা'বীর (রহঃ) ইলমের সাহায্য নিতে লাগলেন।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে শা'বীর (রহঃ) মতামতের উপর নির্ভর করতে লাগলেন।

এবং খলীফা ও অন্যান্য বাদশাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও তাঁকে পাঠাতে লাগলেন।

* * *

আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান একবার শা'বীকে এক জরুরী কাজে রোম সম্রাট জিস্তিনইয়ানের নিকট পাঠালেন। শা'বী যাওয়ার পর রোম সম্রাট তাঁর কথা মনযোগ সহকারে শুনলেন।

রোম সম্রাট শা'বীর বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হলেন।

তাঁর বিচক্ষণতা দেখে বিস্মিত হলেন।

তার জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা দেখে আনন্দিত হলেন।

ফলে রোম সম্রাট শা'বীকে কয়েক দিন নিজের কাছে রাখতে চাইলেন যা তিনি অন্যান্য দূতের বেলায় সাধারণত করেন না।

শা'বীও সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিলেন। পরিশেষে যখন শা'বী (রহঃ) দামেস্কে ফিরে আসার জন্য রোম সম্রাটের নিকট অনুমতি চাইলেন, রোম সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি খলীফার পরিবারভুক্ত ?

শা'বী বললেন ঃ না, আমি সাধারণ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

রোম সম্রাট শা'বীকে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার প্রাক্কালে বললেন ঃ আপনি খলীফার নিকট গিয়ে সব কিছু বলার সময় এই চিঠিটিও তাঁকে দিবেন।

শা'বী (রহঃ) দামেস্কে ফিরে এসে খলীফা আবদুল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

তাঁর দেখা ও শোনা সব কিছু সম্পর্কেই খলীফাকে অবহিত করলেন।

এবং খলীফার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

খলীফার দরবার থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! রোম সম্রাট আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।

চিঠি দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। চিঠি পড়ে খলীফা আবদুল মালিক তার গোলামকে বললেন ঃ শা'বীকে আমার কাছে নিয়ে এস।

শা'বী (রহঃ) এলে খলীফা তাকে বললেন ঃ আপনি কি জানেন এই চিঠিতে কি লেখা আছে?

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমি জানি না।

আবদুল মালিক বললেন ঃ রোম সম্রাট আমাকে লিখেছেন, আমি আশ্চর্য! আরবরা কি করে এই যুবককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খলীফা নির্বাচন করে?

শা'বী (রহঃ) তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ঃ রোম সম্রাটের এ ধরণের কথা বলার কারণ তিনি আমীরুল মু'মিনীনকে দেখেননি। যদি তিনি আমীরুল মু'মিনীনকে দেখতেন, তবে এ কথা কখনই বলতেন না।

আবদুল মালিক বললেন ঃ আপনি কি জানেন, কেন রোম সম্রাট আমার কাছে এ ধরণের পত্র লিখেছেন ?

শা'বী বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! না।

আবদুল মালিক বললেন ঃ আমার কাছে এ ধরণের পত্র লিখার কারণ তিনি আপনার ব্যাপারে আমার সাথে হিংসা করেন।

তিনি চান আমি আপনাকে হত্যা করি এবং আমি আপনার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাই। অতঃপর খলীফা রোম সম্রাটের নিকট দূত মারফত জানিয়ে দিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার ইচ্ছেমত কাজ করতে পারব না।

* * *

শা'বী (রহঃ) ইলমের এমন উচ্চ শিখরে পৌছেছেন যা তাঁকে সময়ের তিনজন আলেমের পর চতুর্থস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে।

যুহরী বলেন ঃ আলিম চারজন

মদীনার সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)

কুফার আমের ইবনে শুরাহবীল শা'বী (রহঃ)

বসরার হাসান বসরী (রহঃ)

সিরিয়ার মাকহুল শামী (রহঃ)

কিন্তু শা'বী তাঁর বিনয়ের কারণে নিজেকে আলিম হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করতেন।

কেউ যখন তাঁকে সম্বোধন করে বলতো ঃ হে আলিম ও ফকীহ! আমাকে এ সমস্যার সমাধান দিন।

শা'বী বলতেন ঃ দূর হও।

আমি যা নই সে নামে আমাকে সম্বোধন করো না। ফকীহ তো সেই যে আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকে।

আলিম সেই যে আল্লাহ তায়াআলাকে ভয় করে। আর এ দুটির কোনটাই আমার মাঝে নেই।

কেউ তাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন ঃ এ ব্যাপারে উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) এ মত পোষন করেন

আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিঃ) এ মত পোষণ করেন

প্রশ্নকর্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু আমর! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

শা'বী মুচকী হেসে বললেন ঃ উমর এবং আলী (রাযিঃ) এর ন্যায় মহান সাহাবীদ্বয়ের অভিমত শোনার পর আমার মতামতের কি আসে যায়।

* * *

শা'বী (রহঃ) ছিলেন উন্নত চরিত্র এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। এজন্য তিনি ঝগড়াঝাটি অপছন্দ করতেন। অনর্থক আলাপচারিতা এড়িয়ে চলতেন।

একদিন এক সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ হে আবু আমর!

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ আমি হাজির।

সাহাবী বললেন ঃ লোকেরা এই দু'ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলে এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি?

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ আপনি কোন দু'ব্যক্তির কথা বলছেন?

সাহাবী বললেন ঃ আমি উসমান (রাযিঃ) এবং আলী (রাযিঃ) এর কথা বলছি।

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ তায়ালার সামনে উসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রাযিঃ) সম্পর্কে বিতণ্ডাকারী হিসেবে উপস্থিত হতে চাই না।

* * *

আলিম হওয়ার পাশাপাশি শা'বী (রহঃ) অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁকে অশ্রাব্য গালমন্দ করল এবং অশ্লীল কথা বলল। সব শুনে শা'বী (রহঃ) শুধু এটুকু বললেন ঃ তুমি আমাকে যে অপবাদ দিচ্ছ তা যদি সত্য হয় তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

আর যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।

* * *

এত বড় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শা'বী (রহঃ) একজন সাধারণ মানুষের নিকট থেকেও ইলম ও হিকমত সংগ্রহ করতে সংকোচ বোধ করতেন না

একজন বেদুইন সর্বদাই শা'বীর দরসের মজলিসে উপস্থিত হতেন। কিন্তু সে সব সময় চুপচাপ শুনে যেত। শা'বী তাঁকে বললেন ঃ তুমি কেন কথা বল না ?

বেদুইন বলল ঃ চুপ করে থাকলেই আমি শান্তিতে থাকতে পারব। শুনে থাকলেই জানতে পারব। মানুষের কান থেকে যা বের হয়ে আসে তা তার নিজের জন্যই থাকে।

আর যা মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তা অন্যের দিকে ফিরে যায়।

শা'বী (রহঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন বেদুইনের কথাগুলো স্মরণ রেখেছেন।

* * *

শা'বীকে (রহঃ) যে চমকপ্রদ বাগ্মিতার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে তা খুব কম সংখ্যক লোককেই দেয়া হয়েছে।

একবার তিনি বসরা ও কুফার আমীর উমর ইবনে হুবাইরার সঙ্গে এক মজলিসে কথা বলছিলেন। শা'বী (রহঃ) তাঁকে বললেন ঃ মহামান্য আমীর! যদি আপনি মজলিসে উপস্থিত সবাইকে অন্যায়ভাবে জমা করে থাকেন তবে হক্বই তাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে।

আর যদি ন্যায় সংগতভাবে তাদের সমবেত করে থাকেন তবে ক্ষমা তাদের সহায়ক হবে।

উমর ইবনে হুবাইরা শা'বীর (রহঃ) কথায় বিস্মিত হলেন।

সবাইকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

* * *

দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে এত বড় মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ও রসালাপী ছিলেন।

যখনই সুযোগ হতো কোন কৌতুক তাকে এড়াতো না, একদিন শা'বীর (রহঃ) নিকটে এক ব্যক্তি আসল।

শা'বী তাঁর স্ত্রীর সাথে বসেছিলেন

লোকটি বলল ঃ তোমাদের মধ্যে শা'বী কে ?

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ এ হল শা'বী।

এ কথা বলে তাঁর স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

অন্য একজন শা'বীকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইবলিসের স্ত্রীর নাম কি?

শা'বী (রহঃ) বললেন ঃ সে বিয়ে অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হইনি।

শা'বীর (রহঃ) কল্যাণকর চিন্তাধারা সম্পর্কে নিজেই বলেন ঃ মানুষের লোভনীয় বিষয়ের (অর্থ-সম্পদ) জন্য কখনো আমি আমার অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়াইনি।

আমার কোন কৃতদাসকে আমি কখনো প্রহার করিনি।

আমার ঋণগ্রস্ত আত্মীয় মারা গেলে আমি তার তরফ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি।

* * *

শা'বী (রহঃ) আশির কোঠা পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকাল হলে হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন।

তিনি ছিলেন মহা জ্ঞানের অধিকারী

অত্যন্ত সহনশীল

ইসলামের বিরাট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

সমাপ্ত

আলোর মিছিল

তৃতীয় খণ্ড

হযরত সালামা ইবনে দীনার (রহঃ)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহঃ)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে

(ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব ও
কুতাইবা ইবনে মুসলিম বাহিনীর সাথে)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয

উপরোক্ত মহান তাবেঈনের ঈমাণদীপ্ত জীবনের বিরল ও বিস্ময়কর কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

'আলোর মিছিল'-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল'ই বটে,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহ্বান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন 'আলোর মিছিল' তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি- দ্বীন ইসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে- অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই 'আলোর মিছিলে'।

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫